অমরাবতী ট্রেনিং কলেজ

(ব্যঙ্গ নাটিকা

শ্রীঅবনী সাহা

শরৎ পুস্তকালয়
৩, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

উপহার

ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজের সর্বকালের
ছাত্র-ছাত্রীদের করকমলে—

প্রথম অভিনয়-রজনী

শারদোৎসব	:	ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজ
		৫ই অক্টোবর, ১৯৫৩
সভাপতি	:	জনাব কাজী আব্দুল ওদুদ্
পৃষ্ঠপোষক	:	অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডি. এন. রায়
উপদেষ্টা	:	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
		শ্রীযুক্তা নলিনী দাস
		শ্রীযুক্ত অশোক কুমার সরকার
তত্ত্বাবধান	:	শ্রীঅমরেশ দে
		শ্রীশিবপ্রসাদ নাগ
মঞ্চব্যবস্থাপনা	:	শ্রীযুক্ত দিবাকর দাস মহান্ত
		শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ চক্রবর্তী
		শ্রীসদানন্দ মুখার্জি
		শ্রীপরেশ সরকার
স্মারক	:	শ্রীঅমূল্য ঘোষাল
		শ্রীপরেশ গোস্বামী
পরিচালনা	:	শ্রীঅবনী সাহা

বিভিন্ন ভূমিকায়

ব্রহ্মা	: শিবপ্রসাদ নাগ
বৃহস্পতি	: নগেন্দ্রনাথ ভৌমিক
ইন্দ্র	: অজয় চট্টোপাধ্যায়
চন্দ্র	: প্রবোধ বসু
বরুণ	: কল্যাণ দাসগুপ্ত
নারদ	: সত্যেন মুখার্জি
কার্ত্তিক	: তারাচাঁদ রায়
জয়ন্ত	: বিশ্বনাথ ব্যানার্জি
অনাদিখুড়ো	: অনাদি রায়
পরমেশ	: অজিত সামন্ত
রুশো	: পি. আর. প্রধান
১ম ছাত্র	: বিমল দাস
২য় ছাত্র	: দেবব্রত ব্যানার্জি
৩য় ছাত্র	: মদন চ্যাটার্জি
৪র্থ ছাত্র	: চিত্তরঞ্জন দাস
তিনকড়ি	: দেবব্রত গুপ্ত
বাঞ্ছারাম	: নাট্যকার

শিক্ষক-ছাত্রগণ : উপেন দে, পশুপতি আচার্য, জনার্দন গোস্বামী, অজয় বসু, দুর্গাপদ বসু, কিশোরী চ্যাটার্জি, সুকুমার ভট্টাচার্য, ত্রিশূলধারী মণ্ডল, উদয় মুন্সী, গিরীশ দেবনাথ, ধীরেন রায় ইত্যাদি।

ভিতরের কথা

শ্রদ্ধেয় গুরুদেব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের আদেশে কলেজের ম্যাগাজিন সেক্রেটারী হিসাবে এ নাটক লিখেছিলাম। তাও মাত্র সাত দিনে।

এ সমস্ত ক্ষেত্রে গ্রন্থকারেরা নাকি বন্ধুবান্ধবীদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে থাকেন (অন্ততঃ এই রকম কথাই তাঁরা মুখবন্ধে লিখে থাকেন)। আমিও সম্ভবতঃ উৎসাহ পেয়েছিলাম ঃ বন্ধুবর অমরেশ দে, সর্বছাত্রপ্রিয় উপীনদা (উপেন দে), নাটকের ব্রহ্মা ও বৃহস্পতি সব রকমের দায়িত্ব নিলেন অর্থাৎ নাটক সমাপ্ত করা পর্যন্ত যা যা আয়েশ দরকার তাঁরা জুগিয়ে যাবেন, এমন কি কলেজের প্রক্সি দেওয়া পর্যন্ত, কিন্তু নাটক সাত দিনে চাই-ই। তা আবার এমন নাটক, যা স্ত্রীভূমিকা-বর্জিত হবে—বড়দের উপযোগী হবে—সর্বোপরি হাসির নাটক হবে।

এক সময় দীর্ঘকাল 'সোনার তরী' হাসির পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম ; হাসির গল্প কবিতাও কিছু কম লিখিনি ; কিন্তু নাটক !!!

সেণ্ট লরেন্সের সামনে যাঁর সঙ্গে দুটো স্মরণীয় ঘণ্টা কাটালাম, বারো আনার মিষ্টি খেলাম (তিনি মাত্র একটা সিঙ্গাড়া খেয়েছিলেন—তাও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে), অবশেষে তিনিই পথ বাত্‌লে দিলেন ঃ ঠ্যালা গাড়ীর উপর দাঁড়িয়ে যে রাশিয়ান ডেলিগেটদের দেখতে পারে, সে সব পারে।

এ ভরসার কথা শুনেও অবশ্য সব পারিনি কিন্তু নাটক লিখতে পেরেছিলাম। স্ত্রীভূমিকা-বর্জিত নাটক আর কটকিথলি-বিহীনা মহিলা এ যুগে অচল। সেই অচলকে সচল করতে যেয়ে নেপথ্যে নারীচরিত্র সৃষ্টি করতে হয়েছে—সংলাপও কিছুটা।

নাটক লেখা হলো। অভিনীতও হলো। ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অর্ধশতাব্দীর ঐতিহ্যে সর্বপ্রথম ছাত্র কর্তৃক রচিত ও অভিনীত নাটক। অভিনয় যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিলো তার প্রমাণ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা। এ জন্যে অভিনেতারা সর্বাংশে দায়ী।

নাটকের বিষয়-বস্তু যে কাল্পনিক তা নাটকের নাম দেখেই বুঝতে পারবেন। আর পড়লে তো কথাই নাই। না-টক না-ঝাল বলতে চাটনির কথাই প্রথম মনে পড়ে। এ হচ্ছে এমন এক ধরণের চাটনি, আর চাটের জোর পাগলা ঘোড়ার চাটের চেয়ে কম নয়। স্বর্গের শিক্ষাব্যবস্থায় ও অন্যত্র যে সব দুর্নীতি ও অবহেলা মাথা উঁচিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলো যদি সাধারণের নজরে পড়ে তাহলেই নাট্যকার খুসী হবেন—বাকী দায়িত্ব সাধারণের।

'টিচার্স জার্ণালে' বেরুতে বেরুতে গ্রন্থকারের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়ায় দীর্ঘদিন এর প্রকাশ বন্ধ ছিলো। কোন রকমে জোড়াতাড়া দিয়ে এর সমাপ্তি টানা হয়। কিছুদিন আগে সৌভাগ্যবশতঃ জনৈক অনুরাগী বন্ধুর কাছে মূল পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাওয়ায় কিছুটা পরিবর্তন পরিবর্ধন করে পুস্তকাকারে বের করা সম্ভব হলো। এজন্য শরৎ পুস্তকালয়ের স্বত্বাধিকারী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই।

কলিকাতা
১লা এপ্রিল, ১৯৫৬

শ্রীঅবনী সাহা

অমরাবতী ট্রেনিং কলেজ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান : মানস সরোবর। সময় : দ্বিপ্রহর। পিতামহ ব্রহ্মা (খালি ঘর্মাক্ত গা, মাথায় টিকি, জীর্ণ নামাবলী কাঁধে, মাথায় একটি গামছা ভাঁজ করে রাখা) ছিপ হাতে মাছ ধরছেন। মুখে বিরক্তির ছাপ সুস্পষ্ট। মাঝে মাঝে ছিপ তুলছেন— হতাশ হয়ে আবার ফেলছেন। এমন সময় দেবগুরু বৃহস্পতি হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করলেন। দেবগুরুর শীর্ণ ফর্সা চেহারা। গলায় পৈতে। কপালের চন্দন ঘামে গলিত-প্রায়। বস্ত্র হাঁটু অবধি। হাতে একখানা ইস্তাহার।

বৃহস্পতি—(প্রবেশ-পথ থেকে) প্রজাপতি দা, ও প্রজাপতি দা! বলি ও প্রজাপতি দা!

পিতামহ—(ফাৎনা থেকে চোখ তুলে বিরক্ত কণ্ঠে) কী, কী, ব্যাপারখানা কী? অমন ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাচ্ছো ক্যান?

বৃহস্পতি—চ্যাঁচাচ্ছি? কোথায় চ্যাঁচাচ্ছি! এ চ্যাঁচানি কি আর

কারো কানে ঢোকে ! না, গলা ফেটে গেলেও কেউ শোনে !

পিতামহ—আঃ, এই দুপুর বেলা মিছিমিছি গালমন্দ করোনা বৃহস্পতি, ভাল হবে না বলচি। অমন ষাঁড়ের মতো গলা—কাছে থেকে কেন, তিন ক্রোশ দূর থেকেও শোনা যায়।

বৃহস্পতি—এই মরেছে ! আমি কি তোমার কথা বলেচি নাকি ?

পিতামহ—তবে, তবে, কার কথা বলিতে এখানে এমন দুপুরে রোদে, হন্তদন্ত হয়ে ছুটিয়া এসেছ তুমি। জানো, মোর ঘরে একটা পয়সা নেই। মরি সে চিন্তায় !

বৃহস্পতি—সে কি কথা প্রজাপতি ! এতবড় মর্ত্যের কণ্ট্রাক্ট নিয়ে, ক-ত টাকা কামিয়েছ। ফুরালো কেমনে ?

প্রজাপতি—ক্ষেপিও না বৃহস্পতি ; ভালো লাগে নাকো।

পৃথিবী সৃষ্টির কণ্ট্রাক্ট্ নিয়েছি সত্য,
কিন্তু বিশ্বকর্মা, ঐ বিশে হতভাগা,
আমারে ঠকিয়ে, মারিয়া দিয়াছে সবি।
আমারে দেখিয়ে কাঁচকলা, সুখে আছে,
সুখে আছে বিশ্বকর্মা। এ বুড়ো বয়সে
এটা ওটা সাধ যায় খেতে। তাহা ছাড়া,
রয়েছে ঘরে সোমত্ত মেয়েটি সন্ধ্যা।
আজো তার হয়নিকো বিয়ে। মাছ ছাড়া
পারে নাকো খেতে।

বৃহস্পতি—মাছের কমেছে দাম হেন লয় মনে !

প্রজাপতি—খেয়েছ কি মাছ কোনদিন ? দেখেছ কি
চোখে মাছ ? কোনদিন গেছ কি বাজারে ?
ওহে বাপু, নন্দনমার্কেটে যেয়ে দ্যাখো
সফরির সের সেথা পাঁচটাকা করে।
হবে বা না কেন বল ? একে তো স্বর্গের
লোক গেছে বেড়ে। তারপর রাতদিন
মর্ত্য হতে দলে দলে, পালে পালে নর,
পটল তুলিয়া সবে লয়েছে আশ্রয়
স্বরগের এখানে সেখানে। পথ চলা
হইয়াছে ভার।

বৃহস্পতি—শুনেছি, তাদের লাগি, তৈরী নাকি হবে
নন্দন গার্ডেনে আর মন্দাকিনী তীরে
কয়েকটি রিলিফ্ ক্যাম্প—সত্যি নাকি ?

প্রজাপতি—হোক্ বা না হোক্, ক্ষতি বৃদ্ধি নাহি মোর।
কিন্তু, কোথা সেই সদাহাস্য দেবগণ !
কোথা সেই অল্পতুষ্ট প্রফুল্ল সকলে !
সে আনন্দ কই স্বর্গ ধামে ! কোথা সেই
স্বল্পমূল্য সুলভ দ্রব্যাদি—যার লাগি
আজি আমি এ বৃদ্ধ বয়সে, ওহে বাপু,
ছিপ হাতে বসে আছি কত দণ্ড ধরি।
ভেবেছিনু, যদি জোটে গোটা চারি পুঁটি।

কিন্তু তব ষাঁড় সম গলা শুনি সফরিরা
আর কি এগুবে ভাবো ফাৎনার দিকে !

বৃহস্পতি (ক্ষুব্ধকণ্ঠে)—প্রজাপতি আর কিছু বল, সহ্য হবে।
বারবার ষণ্ড কণ্ঠ বলি সম্বোধিয়া,
বক্ষমাঝে মোর হেন নাকো বাক্য-শূল।

প্রজাপতি (ব্যঙ্গ কণ্ঠে)—না, হানিবোনা শূল। ষণ্ডকণ্ঠ
কেন হবে, পিককণ্ঠ তুমি। বিশ্বকর্মাসুত-
সম মধুর ও স্বর। শতবার মানি তাহা।
যাক, চল যাই দুইজনে, দাবা খেলি গিয়ে।

বৃহস্পতি—দাবা ? এখনও দাবার চিন্তা প্রজাপতি !
জাননাকি কিবা লাগি এসেছি ছুটিয়া ?

প্রজাপতি—ঐ যা, সত্যিই তো। বল দেখি বাপু
কি বলিতে চাহ ?

বৃহস্পতি—আর বলাবলি ! যাহোক্ করিয়া কোনও মতে
তোমাদের আশীর্বাদে চালাচ্ছিনু পেট
টিউসনি করি। যে কারণে নাম মোর
দেবগুরু বলি স্বর্গধামে। কিন্তু হায়,
আর বুঝি—আর বুঝি রহিলনা তাহা।

প্রজাপতি—সে কি কথা বৃহস্পতি ! এ স্বর্গমাঝারে
তোমা হেন পণ্ডিত আর কেবা আছে ?
তাই যত দেবশিশু যুগ যুগ ধরি
তব কাছে পাঠাভ্যাস করি, দু-কলম

লিখিতে শিখেছে। অবশ্য অনেক ভায়া
(কুলোক তাহারা বটে সবে) বলে থাকে—
নিজ পুত্রে পড়াতে না পেরে, তুমি নাকি
শুক্রাচার্য সন্নিধানে পাঠিয়েছ—কচে।
খাওয়া থাকা ফ্রী—তার সঙ্গে দেবযানী—
শুক্রাচার্য-কন্যা—বিধুমুখী, সুনয়নী।
করিত যতন পুত্রে তব অহর্নিশ।
এমন কি স্বর্গেতে ফিরেও লিখিয়াছে
বহু পত্র তাহার সকাশে—অবশ্য
বিবাহের আগে।

বৃহস্পতি—ভুল—ভুল—মহাভুল, সত্য নহে ইহা।
মম পুত্র কচ, আর যাই হোক্, দাদা,
স্বরগের অন্য ছেলে থেকে অনেকটা
ভালো, এসব বিষয়ে।

প্রজাপতি—হতে পারে, অস্বীকার করিনেকো ভায়া।
তবে কিনা, কবি রবি এসেছিলো
কিছুদিন আগে হেথা, চান করিবারে।
তার কাছে শোনা কথা। 'কচ-দেবযানী'
নাম দিয়ে লিখিয়াছে কাব্য একখানি।
স্বর্গে যাতে চলে ভালমতে, তার লাগি
ধরেছিলো মোরে। যাক্ গে সে সব কথা।

কিন্তু তব টিউসনি গেল কি প্রকারে ?
শুক্রাচার্য খুলেছে কি টোল স্বর্গ পাশে ?

বৃহস্পতি—হায় দাদা, বুড়ো হইয়াছ বলি রাখ নাকি
কোনোই সংবাদ স্বরগের ! মনে পড়ে তব,
মর্ত্যধাম হতে এসেছিলো বৃদ্ধ এক ?
রুশো নাকি কিবা তার নাম ! বেঁচেছিলো
যতদিন মর্ত্যমাঝে, এসেছে ছড়িয়ে
কি সব নতুন তত্ত্ব। স্বর্গেতে আসিয়া
দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটে করিয়াছে
আবেদন—পুরাতন পদ্ধতিতে আর
চলিবে না ছাত্রে শিক্ষাদান, দিতে হবে
নতুন ধরণে।

প্রজাপতি—ধরণটা শুনিতে কি পারি ?

বৃহস্পতি—কেন পারিবে না দাদা ! কিন্তু ছাই, হায়,
আমিই কি বুঝিয়াছি সব ! ছেড়ে দিতে হবে,
ছাত্রদের বিদ্যালয় গৃহ হতে নাকি
প্রকৃতির মাঝে।

প্রজাপতি—প্রকৃতির মাঝে ?

বৃহস্পতি—তবে আর বলছি কি দাদা ?

প্রজাপতি—বাপ ঠাকুদ্দার আমল থেকে শুনেছি
শিক্ষা শুধু ছাত্র আর শিক্ষকেরে লয়ে।
খাঁড়া আর ছাগশিশু সম্পর্ক দোঁহেতে।

পাঠ্যের হাড়কাঠে গলা বাড়িয়েছ কি
মরেছ তখনি। মর্ত্যের 'কাঁকে'তে ভায়া
পাগলের সংখ্যা নাকি বেশী। এ কি
তাহাদের কেউ ?

বৃহস্পতি—কী করে জানিব ? বহুদিন যাইনিকো
মর্ত্যধামে আমি। বহু বর্ষ আগে দাদা,
গিয়েছিনু। চন্দ্র যবে হরিল গৃহিণী।
মনোদুঃখে মরিতে চাহিনু, কিন্তু হায়
মন্দাকিনী-জলে মরিবারে মানা
ষ্টেট থেকে। গণেশ সকাশে শুনেছিনু
মর্ত্যধামে আছে লেক—বালিগঞ্জ মাঝে।
মরিবার এমন সুযোগ আর নাকি
নেই কোনখানে। হতাশ প্রেমিক থেকে
বেকার যুবক, কিংবা রেসক্লান্ত
সর্বস্বান্ত সকলেরই প্রিয় লেক-বারি।
কিন্তু হায়, ভুল করি উঠেছিনু দাদা
শ্যামবাজারের বাসে। সম্মুখে টালার
বিরাট আকার ট্যাঙ্ক—অনেক শূন্যেতে।
ভাবিলাম ঐ বুঝি লেক, উঠিতে যাইয়া
পুলিশের হাতে হায় হইয়া নাকাল,
পকেটে যা কিছু ছিলো সব তাকে দিয়ে
পালিয়ে এসেছি স্বর্গে। পুনঃ যাবো সেথা !

প্রজাপতি—এমন হয়েছে মর্ত্য ! হায় সৃষ্টি মোর !
কিন্তু ইন্দ্র কি মানিয়া নিলো পাগলামী
তার ?

বৃহস্পতি—মানিতে চায়নি বটে প্রথম প্রথম।
রুশোর দরখাস্ত চাপা পড়ে ছিলো
বহুদিন সরকারী ফাইলে, যেমনটা থাকে।
তারপর মর্ত্য থেকে আরও অনেক
আসিল পাগল, পেস্টালৎসী, হার্বার্ট—
মারিয়া মন্তেসরী নামে একজন
স্ত্রীলোক ডাক্তারও ঐ সাথে—একে একে।
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাহাদেরও ঐ একমত।
আর ঐ শ্বেত জাতি, বৈশিষ্ট্য ওদের—
যা ধরিবে একবার—না করি ছাড়িবে না।
তার উপর, কিছুদিন আগে—ডিউই
নামেতে আসিয়াছে এক বুড়া। অপূর্ব
তাহার মতবাদ। তার চাপে দেবরাজ
হয়েছে কাহিল—অবশ্য অনেকে বলে,
ঘুষ নাকি দিয়েছে ইন্দ্রেরে—তারি ফল
এই ইস্তাহার।

প্রজাপতি—ইস্তাহার ! শোনা কথা—বলা কথা নয়,
একেবারে ছাপানো কাগজ, অ্যাঁ, বল কি হে !
দেখি দেখি কী লিখেছে ?

বৃহস্পতি—এই ছাখো—স্বর্গের মেয়র ইন্দ্রের
　　খোদ অফিস হতে বিজ্ঞাপিত ইহা।
　　লিখেছে ইহাতে—পুরাতন পদ্ধতিতে
　　শিক্ষাদান চলিবে না আর স্বর্গধামে।
　　শিক্ষকেরে নিতে হবে শিক্ষক-শিক্ষণ,
　　অন্যথায় তারা যেন ছাত্র না চরিয়ে
　　বেত্রহস্তে যায় সবে মাঠেতে নামিয়া
　　চরাইতে স্বরগের গোধন-সকলে।
প্রজাপতি—সে তো ভালো কথা বৃহস্পতি।
বৃহস্পতি—ভালো কথা! তুমি—তুমিও বলিলে শেষে?
　　এ বৃদ্ধ বয়সে, চাল-কলা-মূলো নিয়ে
　　খুশি ছিনু—অল্পে তুষ্ট ছিনু চিরদিন।
　　তা না করি পুনরায় ছাত্র হয়ে কিনা,
　　প্রবেশিতে হবে পুনঃ বিদ্যালয় মাঝে!
　　সহিতে হইবে ঐ ফিরিঙ্গীর খিঁচুনী
　　দাঁতের? ওহো-হো, যে হাতে ছাত্রেরে ধরি
　　মারিয়াছি বেত—সেই হস্তে লিখিব কি
　　শুধু ক্লাশ নোট? ছাত্র ছিলো একদিন
　　যারা, সেই সব ছোক্‌রার সাথে কিনা
　　বসিতে হইবে একাসনে? অন্যথায়
　　গোধন চরাতে হবে!
প্রজাপতি—ম্যৎ ঘাবড়াও বৃহস্পতি। লজ্জা কিবা

তায়। পুত্র যদি হয় হে হাকিম, ভায়া,
চোর-পিতা দাঁড়াইবে না কি তার এজলাসে ?
ভাগ্যদোষে তুমি আজি চোর—বহু ভাগ্য
ছেলেদের সাথে একত্রে পড়িতে হবে,
ফাঁসী নাহি যেতে হবে! তারপর ছাখ—
যদি মানিয়ে চলিতে নাহি পার কভু,
গোচারণ পথ তব খোলা চিরদিন।

বৃহস্পতি—ভালো মনে হয় তব ?

প্রজাপতি—একশতবার। ভাবিতেছি মনে শোন,
এই যদি হয়, নারদেরে পাঠাইব
মাষ্টারী শিখিতে। ওটার হলো না কিছু।
খায় আর গান গেয়ে ফিরে—হতভাগা
একেবারে। এ বুড়ো বয়সে কোথা বল
পুত্র হ'তে সুখী হবো—তা না হয়ে আজো
ওরে আমাকেই দেখিবারে হয়—খাওয়া-পরা
দিতে হয়। এসো বাপু, বেলা বাড়িয়াছে—
মাছও হলো না মারা—ডাল ভাত দুটো
সেঁটে নিয়ে বসিগে দাবাতে।

বৃহস্পতি—না দাদা, এখন যাই। গৃহিণী আবার
পথ চেয়ে বসে আছে—বুঝাইগে যেয়ে
মাষ্টারী ট্রেনিং নিব—ততদিন যেন

পিত্রালয়ে যেয়ে থেকে খরচ কিছুটা
হ্রাস করে বাঁচায় আমারে।
(বৃহস্পতির প্রস্থান। ব্রহ্মা ছিপ গুটোতে লাগলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দেবরাজ ইন্দ্রের বৈঠকখানা। দেবরাজ একখানা চেয়ারে বসে স্বর্গ ক্রনিক্‌ল্ পড়ছেন। দেবরাজের চেহারা আয়েসী খেয়ালী বড় লোকের মতো। পোযাক একটু জমকালো—তবে তাতে পুরোণো ছাপ। পোষাকের নিচে বেশ একটু ভুঁড়ির আভাস। দেবরাজের সামনে একটা টেবিল, তাতে একটা ফুলদানী। চারিদিকে আরও কয়েকটি চেয়ার। দেবরাজ সবে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করছেন, এমন সময় বয় প্রবেশ করে একটা কার্ড দিলো]

ইন্দ্র—(ব্যস্তভাবে এবং জামা কাপড় একটু ঠিকঠাক্ করে) নিয়ে এসো এইখানে। কিছুক্ষণ বাদে ঢুকিও আবার (পরমুহূর্তে শিক্ষাবিদ্ রুশোর প্রবেশ। ভদ্রলোকের শীর্ণ সাহেবী চেহারা। মুখে এক মুখ সাদা দাড়ি। পরণে ঢিলাঢালা পোষাক)

আসুন—আসুন রুশো, বসুন চেয়ারে।

রুশো- আশা করি হামার কথাটি স্মরণ রেখেছেন।
শিক্সকদের শিক্সা দিলে আপনার স্বর্গভূমির

প্রভূট উপকার সাটিট হোবে। হামার ডেশ এমনি
কোড়েই বড় হোয়েছে মিষ্টার ইণ্ড্র।

ইন্দ্র— আজ্ঞে হ্যাঁ, সাহেববর, আপনার কথা
সাতরাত্রি সাতদিন দেখেছি ভাবিয়া।
সার্থক জনম তব শ্বেতদ্বীপ মাঝে,
সাধ হয় কিছুদিন সেই দেশে যেয়ে
হাওয়া খেয়ে আসি। প্যারিসের নাম
শুনিয়াছি বহু। প্যারিসের নাট্যশালা
আর নটীদের শুনিয়াছি কত কথা।
দু-একজনা স্বর্গেও এসেচে সাহেব।
দেখেছি তাদের নৃত্য, আধুনিক সাজ।
অপূর্ব—অপূর্ব তাহা। ঊর্বশী, মেনকা,
রম্ভা, বুড়ী হয়ে গেছে—স্নো পাউডার
মেখে গালের মেছেতা ঢাকা পড়েনাকো।
তবু তারা ভাঙ্গা গালে সুপুরী গুঁজিয়া
চাহে দেখাইতে—তারা ষোড়শী যুবতী।
কুৎসিত—অতীব কুৎসিত, হে রুশো,—
জানিনা কী দেখি মর্ত্যকবি রবিবাবু
ঊর্বশী প্রশস্তি গাহে।

রুশো— যা বলেছেন স্যার ; হলিউড্, প্যারিসের
নটীদের কাছে—ডোণ্ট্ মাইণ্ড্—এরা
বড় ওল্ড—বড় ন্যাষ্টি মনে হয় মোর।

সাচ্ হয় নিমন্ত্রণ করি, কিছুডিন-
সেন্ঠানে হাওয়া খান যেয়ে।

ইন্দ্র— বড় খুসী—বড় খুসী হলেম, হে রুশো,
ডিউই ধরেছে খুব যেতে হলিউডে।
কিছুতে তাহারে, 'না' করিতে পারি নাই।
পারিও না, কেহ যদি অনুরোধ করে।
ভাবিয়াছি মনে, ঊর্বশী মেনকা রম্ভা
প্রভৃতি সবারে হলিউডে আসিব হে
রেখে। সিনেমায় নিবে চান্স ঝিয়ের
পার্টেতে। তাদের বদলে যদি স্বর্গের
দেখিয়ে লোভ আনা যায় কিছু তারকারে
তোমাদের সুপারিশে। আচ্ছা আজ এসো।
কাল আমি দিয়েছি ছড়ায়ে রাশি রাশি
ইস্তাহার—সমস্ত অমর-পুরে,
টিচার্স ট্রেনিং ক্লাশ, শীঘ্র সুরু হবে
শিক্ষাবিদ্ রুশোর চেষ্টায়—সঙ্গে রবে
ডিউই—আর একজন প্রখ্যাত বঙ্গ কবি
ভানু সিং নামে।

রুশো— পারড্ন স্যার, ভানুসিং কোন্ হ্যায়?

ইন্দ্র— ভানুসিং ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথ
লয়েছেন স্বর্গেতে আশ্রয়। মর্ত্যে নাকি

শান্তিনিকেতন নামে খুলেছিলো
শিক্ষাগার। পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে বহু।

রুশো— তা ছড্ডনাম কেন তার—আমি তো
নেই নিকো রুশো নাম বডলিয়ে—ফুসো
বা ঘুষো কোন নাম?

ইন্দ্র— কারণ রয়েছে বৈকি। ভদ্রলোক কবি।
তোমাদের শ্বেতজাতি মাঝে এমনটি
জন্মে নিকো বেশী। শান্তিপ্রিয়, সৌম্য বৃদ্ধ।
পাছে পত্রিকার সম্পাদকগণ
বিরক্ত করেন তাঁরে যখন তখন
কবিতার লাগি, এই ভয়ে ছদ্ম নাম করেছে
গ্রহণ—এফিডেবিট দ্বারা।
অতি গোপনীয় কথা—ফাঁস করোনাকো।
(সহসা বয়ের প্রবেশ—তাকে দেখে)
হ্যাঁ, মনে আছে বাপু—ইন্দ্রাণীর লাগি
মার্কেটে হইবে যেতে—কিনিবারে কিছু
আধুনিক শাড়ী।

রুশো— যডি অনুমটি করেন টবে মিসেস ইণ্ড্রকে
আমি কিছু মর্ডান শাড়ী প্রেজেন্ট করটে
পারলে 'ওবলাইজ্‌ড্‌' হোবে।

ইন্দ্র— বেশ তো, বেশ তো বন্ধু, সেতো ভালো কথা।
তবে মনে রাখিবেন রুশো—গৃহিণীটি

মোর 'পুরাণো প্রেম' 'স্বামীর কেচ্ছা' শাড়ী
ছাড়া পরিতে না পারে। ঐ গুলোই এবে
মর্ডান বলিয়া খ্যাত সারা স্বর্গ মাঝে।
'পাশের বাড়ী' 'মানে-না-মানা' 'ওল্ড' হয়ে গেছে।

রুশো— আচ্ছা—আচ্ছা স্যার্।
আমি এ কঠা মনে রাখবে। লণ্ডন মার্কেট ঠেকে
একখুনি আমি কিনে আনছি! গুড্ বাই স্যার।
(রুশোর প্রস্থান)

ইন্দ্র— হা—হা—হা—এজন্যে বলেছিনু তোরে হেথা
ঢুকিতে আবার! আরে বাপু দু-একটি
চান্স্ থেকে কিছু যদি নাহি আসে ট্যাঁকে,
এতবড় সহরের হর্তাকর্তা হয়ে
কিবা লাভ বল্। দেখলি তো রুশোটার
টেকো মাথে ভাঙ্গা গেলো একটু কাঁঠাল।

বয়— আজ্ঞে কর্তা, ঢুকিবার কালে বলেছিনু
সাহেবেরে—এখন হবে না দেখা আর।
শুনি তাহা কিছুক্ষণ হাসিল সাহেব।
তারপর ট্যাঁক থেকে কড়কড়ে নোট
দিলো মোর ট্যাঁকে। তাইতো আনিনু।

ইন্দ্র— সাবাস্—সাবাস্। তা না হলে মাহিনায়
শুধু খাওয়াবি কেমনে গোষ্ঠীরে তোর।

ভালো করি সাজ দেখি তামাক খানিক
টেনে নিই ভালো করে।

(বয়ের প্রস্থান। ইন্দ্র পুনরায় পত্রিকায় মনোনিবেশ করলেন। পর্দা পড়লো)।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান : স্বর্গের নন্দন গার্ডেন। সময় বিকেল। কয়েকটি স্বর্গীয় যুবক জটলা করছে। যুবকদের গায়ে স্বর্গীয় পোষাক।

বরুণ— এই, শুনেছিস্ খবর—আবার নাকি
হইবে পড়িতে ?

কার্ত্তিক— হ্যাঁ, স্বর্গ ক্রনিকেলে বেরিয়েছে আজ
স্বর্গে যারা রয়েছে বেকার—যাহাদের
জুটে নাই কিছু, মাষ্টারী করিতে হবে,
নিতে হবে টিচার্স ট্রেনিং।

নারদ— শুধু তাহাদেরই নয়। শুনিয়াছি আরও—
এর আগে স্বর্গে যারা করিত মাষ্টারী,
বেত্রদানে ছাত্রপৃষ্ঠ ফোলাইত যারা—
তাহাদেরও নিতে হবে টিচার্স ট্রেনিং।

বরুণ— মাষ্টারী ট্রেনিং কিবা বুঝিতে না পারি।

চন্দ্র— আমিও বুঝিনে কিছু। রোহিণীরে আমি

পড়াতাম বিবাহের আগে। তারপর
কিছুদিন বাদে আমার ট্রেনিং পেয়ে
বাপ-মার কাছে বলিয়া বসিল ভাই,
প্রাইভেট টিউটর চন্দ্র দা ব্যতীত
অন্য কোন ছেলে বাবা করিবনা বিয়ে।
এই যে এমন শিখিল আমার কাছে
রোহিণী সুন্দরী—কই, আমার হয়নি
কোন মাস্টারী ট্রেনিং নিতে। হুঁঃ, যত সব!

জয়ন্ত— চন্দ্র, আমি শুনিয়াছি কিছু এ বিষয়ে।
মর্ত্য হতে আসিয়াছে ছাত্র কিছু হেথা।
মাষ্টারী ট্রেনিং নিতে নিতে মরেছিলো
হোস্টেলের ঘর ভেঙ্গে পড়ে। সরকারী
টাকায় কেনা এঁদোঘর কিনা—তাই।
যাই হোক্, এখানে পড়িবে তারা এবে।
বাবার সঙ্গেতে দেখা করিবার লাগি
এসেছিলো কাল। খুব স্মার্ট—খুব আধুনিক।
রেস্তোরাঁয় নিয়ে খাইয়েছি তাহাদের,
ভাব হইয়াছে তাই। বলিয়াছে ওরা—
হেথা যদি পড়িবারে পায় হে সুযোগ,
সাহায্য করিবে মোরে ভাল নোট দিয়ে।

নারদ— সুযোগ না পাবার কারণ আছে নাকি?

জয়ন্ত— আছে কিছু। স্বর্গধাম স্বতন্ত্র রাষ্ট্র।

স্নুতরাং স্থায়ী-নাগরিক বিনা কেহ
পড়িবারে পায়না স্নুযোগ—আর পারে
ডোমিসাইল্ড হলে। তবে ফাঁকও আছে
সকল আইনের।

চন্দ্র— তোর বাবা স্বর্গের মেয়র। নেহাৎ কিনা
সীতারে লইয়া কি ঘটনা তোর সনে
রয়েছে জড়িয়ে—তারি লাগি পারে নাই
দিতে সরকারী চাকুরী। সেজন্য ট্রেনিং
নিতে আসা। তুই যদি ধরিস্ বাপেরে
অনায়াসে এ সমস্যা হবে সমাধান।
তাই বলি, ভুলিসনে যেন বাপু মোরে।
তোর মত বাপের নেইকো জমিদারী,
রেস্তোরাঁয় সত্যি পারিব না দিতে খ্যাঁট ;
নোট যদি কিছু পারিস বাগাতে বাপু,
ফাঁকি দিসনেকো।

জয়ন্ত— কি যে বল—গাছেতে কাঁঠাল আর গোঁফে
তেল দেওয়া। সীতা নিয়ে মর্ত্য মাঝে
আমার দুর্নাম। কিন্তু কলঙ্কী হয়েও
তুমি মর্ত্যযুবজন মাঝে অতি প্রিয়
চাঁদ। পরিচয় পেলে তোমারে আদরে
দেবে নোট—ছেলে-মেয়ে সকলে মিলিয়া।

সকলে— মেয়ে! মেয়েও এসেছে নাকি ?

জয়ন্ত— বলিতে ভুলিয়া গেছি, মেয়েও এসেছে।
কুড়ি থেকে বুড়ি বধি—নানা বয়সের।
রোগা মোটা সুন্দরী কুৎসিত। বাঙ্গালী,
বিহারী থেকে পাঞ্জাবি মাদ্রাজী। ফিরিঙ্গীও
আছে বহু।

সকলে— তারাও পড়িবে নাকি ?

জয়ন্ত— নিশ্চয়ই পড়িবে! কো-এডুকেশন তো
বহুদিন হোতে সচল স্বরগে। তা ছাড়া
স্বর্গের অনেক মেয়ে 'এপ্লাই' করেছে
ভর্তি হবে বোলে। কার্ত্তিকের বোনওতো
পড়িবে।

সবাই— সত্যি নাকি, হ্যাঁরে কার্ত্তিকে ?

কাতিক— হ্যাঁ ভাই, টানাটানি চলেছে সংসারে,
তাই, সরস্বতী মাষ্টারী করিতে চায়
ট্রেনিংটা নিয়ে—অবশ্য মায়ের মত
এখনও পায়নিকো সরি।

বরুণ (চন্দ্রকে)—হুঁঃ, চন্দ্রদা, কয়েকটা পয়সা দিতে পার ?
ফিরিবার পথে নেতা ধোপানীর বাড়ী
ঘুরিয়া যেতাম। কাপড় কয়টা নেওয়া
হয়নিকো। বাকী আর দিতে চায় নাকো।

চন্দ্র— আপত্তি নেইকো দিতে ধার—কিন্তু ভায়া,
একবার নিলে চিৎ হস্ত হয় নাকো তব।

বরুণ— কি যে বল দাদা, মাষ্টারী ট্রেনিং নিতে
চলেছি এখন—ওসব জোচ্চুরী বাদ
এখন হইতে!

চন্দ্র— হুঁঃ, মাষ্টার হলেই বুঝি সকলেই ভালো, ছাখ
বাপু, কথা বাড়িও না, খুঁড়ো নাকো
কেঁচো। এই যে আজি ফর্সা কাপড় নিবে—
এর অন্তরাল নাহি কি হে মতলব
কিছু? যেই শুনিয়াছ মেয়েও পড়িবে
ক্লাশে, অমনি নেতার কথা পড়িয়াছে
মনে। নতুবা মাস দুই চলে গেল,
বস্ত্র নিতে হয় নি সময়। বেশ বাপু,
চল মোর সাথে—আমিও যাইব ঐ পথে।

সকলে— চল তবে আমরাও যাই।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

[ইন্দ্রের অফিস। দেবরাজ ইন্দ্র চেয়ারে বসে আছেন। সামনে টেবিলে কাগজ পত্র। ইন্দ্র মর্ত্যবাসী ছাত্রদের 'ইণ্টারভিউ' নিচ্ছেন। পর্দা উঠার সঙ্গে সঙ্গে অমরেশ দেবের প্রবেশ। অমরেশ প্রবেশপথ থেকে বিনীত নমস্কার করলো।]

ইন্দ্র— আপনার কেস্ কি খুলিয়া বলুন ?

অমরেশ— আমি একজন বঙ্গবাসী দেবরাজ !
দু বছর আগে একদিন আনমনে
রাস্তা চলিতে, পড়েছিনু গাড়ী চাপা।
বাঁচাইতে চেষ্টা করেছিলো ডাক্তারেরা,
কিন্তু পারে নাই। সেই থেকে স্বর্গলোকে
নিয়েছি আশ্রয়। ভেবেছিনু করিবারে
একটা দোকান, কিন্তু দেখিলাম ভেবে
পোষাবেনা তাহা ; ভাবিয়াছি ভর্তি হবো
ট্রেনিং কলেজে। প্রয়োজন মতো আছে
ডিগ্রী—তার'পর ডোমিসাইলড্ আমি।

ইন্দ্র— হুঁঃ, অন্য কিছু আছে গুণ ?

অমরেশ— আছে মহাশয়। সরকারী রেশন শপে
ছিনু ম্যানেজার। বেশ কিছু মেরেছিনু
হাতটান করি। ভেবেছিনু লেক-পাশে

তুলিব এক কাস্তেপ্যাটার্ণ বাড়ী।
কিন্তু একবার তেঁতুল-বিচির গুঁড়ো
আটায় মিশিয়ে পড়েছিনু ধরা। বেঁচে গেছি
জেল হতে,—কংগ্রেসী সরকার আর
টাকা ছিলো বলে। কলেজেতে পড়িতাম
যবে—স্বোশালের সেক্রেটারী ছিনু আমি।
দৌলতে তাহার নিত্য নব স্যুট, দেব,
উঠিত অঙ্গেতে।

ইন্দ্র— অপূর্ব—অপূর্ব গুণ। মুগ্ধ আমি আজি।
আজ থেকে ছাত্র হয়ে নহে শুধু, ঐ সাথে
আরো, ম্যানেজার রূপে রবেন আপনি
ছাত্রদের মেসে। আচ্ছা, আসুন তাহোলে।

(অমরেশ দেবের প্রস্থান ও অনাদি খুড়োর প্রবেশ)

ইন্দ্র— কে বটেন আপনি মশায় ?

অনাদি— আজ্ঞে, আমি এক স্কুলের শিক্ষক স্যার।
বহুদিন করিয়াছি কাজ মফঃস্বলে
হেড্‌মাষ্টার রূপে। টাক পড়িলেও
বয়সে তরুণ কিন্তু জ্ঞানেতে প্রবীণ
আমি।

ইন্দ্র— ভালো কথা, কিন্তু এখানে হয়েছে কিগো
একটি বছর ?

অনাদি—　হইয়াছে দেব। দেখুন প্রশংসা-পত্র।

(প্রশংসাপত্র প্রদান)

শিব দিয়েছেন। বহুদিন ভূত হয়ে
ছিনু তাঁর সাথে। সম্ভবতঃ কোন শত্রু
গয়াতে দিয়েছে পিণ্ডি—তারি তরে আজি
শিব-সঙ্গ-সুখ ত্যাগ করি—ঘুরে মরি
হেথা অন্নের চিন্তায়!

ইন্দ্র—　আর কিছু গুণপনা আছে কি মশায়?

অনাদি—আছে কিছু স্যার। সাহায্য-প্রাপ্ত ছিলো
আমাদের স্কুল। এভাবে সেভাবে মিথ্যে
হিসেব ঢুকিয়ে—অডিটারে ফাঁকি দিয়ে,
দু চার পয়সা মোর হতো তাহা হোতে।

ইন্দ্র (সাগ্রহে)—কী ভাবে হইতো?

অনাদি—ধরুণ কোনো মাষ্টার স্কুল ছেড়ে গেছে,
নতুন আসেনি কেউ—দুই তিন মাস।
একজন যে কাউকে ধরে—অল্প কিছু
তারে দিয়ে, শূন্য স্থানে সই করাতাম।
তারপর এড্, যবে হাতেতে আসিত,
তাহা থেকে কেটে নিয়ে পকেটে পড়িত।
ষাণ্মাসিক ডি,এ বিলে ভূয়ো নাম দিয়ে
লইতাম মোটা টাকা। স্কুলের যতেক
ফণ্ড—গেম কিংবা লাইব্রেরী ফণ্ড্

মিথ্যা ভাউচারে রাখিতাম ঠিক সদা।
তারপর, কোনো ছেলে ফুল ফ্রী চাহিলে,
কিংবা ফেল করি প্রমোশন নিলে,
বলিতাম পিতারে তাহার এটা সেটা
দিতে। আনন্দে দিতো সে তাহা স্যার।
টেষ্টে অ্যালাউ করিবার কালে পুনঃ
বিরাট 'মউকা'। ইহা ছাড়া বর্ষশেষে
প্রকাশকদল দিতো বেশ কিছু স্যার—
যা তা বই সব পাঠ্য করি নিলে।
এইরূপে অনেক ব্যাপার আছে আরো —
লাগিবে সময়।

ইন্দ্র— সাবাস্—সাবাস্, যেটুকু শুনেছি ভাই,
কর্ণের ভিতর দিয়ে মরমে পশেছে।
বি. টি, পরীক্ষার শেষে দেখা করিবেন।
দেখি, যদি পারি — 'ফিনান্সের' মন্ত্রী পদ
আপনারে দিতে। এখনি দিতেম, কিন্তু
এখানে কিছুটা গুণ না দেখালে পরে
এসেমব্লীতে কথা হতে পারে। যাক্,
যতদিন রবেন ট্রেনিংএ—কলেজের
হিসেব নিকেশ আপনারি হাতে দিয়ে
নিশ্চিন্ত হইতে চাহি। আশা করি তব
হবেনা অমত।

অনাদি—অমত ! ধন্য আমি স্যার। আপনার মতো
জহুরীর চোখে পড়ি ধন্য মানি আমি
নিজেরে আমার। শিব-সঙ্গ-ত্যাগ-দুখ
গেলো এতোক্ষণে। আচ্ছা, আসি তবে দেব !

ইন্দ্র— আসুন—আসুন। অবসর পেলে কাজে
মাঝে মাঝে করিবেন দেখা। রুশোর সঙ্গেতে
আলাপ করিয়া দেব গোপনে ডাকিয়া।
ফার্ষ্ট ক্লাশখানা হাতছাড়া নাহি হয়
যাতে।

(অনাদি খুড়োর প্রস্থান—স্বরূপ শাস্ত্রাধিকারীর প্রবেশ)।

আপনি তো এর আগে আর একবার
আসিয়াছিলেন ! মনে আছে, যথা হতে
আগমন তব ! অপঘাতে প্রাণ তব
গিয়েছিলো ছাত্ররূপী-শিক্ষকের হাতে।
বি. টি পরীক্ষার হল ত্যাগ করি, আগে
হইয়া বাহির অন্য ছাত্রদের সাথে,
পরদিন ভালমানুষটি সেজে পুনঃ
কর্তৃপক্ষে বলেছিলে জোর করে তোমা
পরীক্ষা দেয়নি দিতে অপর সকলে।
সাবাস—সাবাস, মর্ত্যধামে বিভীষণ
শুধু লঙ্কাধামে নহে—যুগে যুগে বন্ধু
লয়েছে জনম ভিন্ন ভিন্ন দেশমাঝে

ভিন্ন ভিন্ন নামে। নিশ্চয়ই লইব তোমা
আমার কলেজে। ভালো কথা, অন্য যারা
অপেক্ষিয়া আছে দ্বারে, বলিও তাদের,
আজ আর দেখা হবে নাকো—কাল পুনঃ
দেখা যেন করে।

(স্বরূপের নতমুখে প্রস্থান ও যবনিকা পতন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলেজের বারান্দা। ছাত্রগণ ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনকড়ি ও বাঞ্ছারামকে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করতে দেখা গেল।

(গানঃ সুরঃ হেমন্তবাবুর 'আকাশ মাটি ঐ ঘুমালো'র অনুকরণ)।

আশা মোদের সব ফুরালো পড়তে এসে বি. টি;
শুধু টাকার লাগি হয় পড়িতে ইনষ্টিংক্ট হেরিডিটি।
ওগো আমার রুশো, তোমার কথা বোঝা দায়,
ডিউই তোমার মতের ঠ্যালায়,
প্রাণপাখী পালায়—
এর উপরে আছে রে ভাই ফার্ষ্টএড্ এবং পি. টি।
জানলে আগে কে ঢুকিত এমন গ্যাঁড়াকলে
দশটা থেকে পাঁচটা রে ভাই কেলাস যেথায় চলে;
পরাণ গেলো হায়রে বন্ধু, রাষ্ট্র ভাষার ঘায়,
মরে এলাম স্বর্গে এবার মরা হল দায়।
(তবু) ছুঁচোয় গেলা নসিব দেখেও
কেউ করে না পিটি (pity)।

বাঞ্ছারাম—তিনকড়ে! রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না।

তিনকড়ি—কেন, বায়ু কি হয়েছে চড়া?

বাঞ্ছারাম—উঁহু।

তিনকড়ি—তবে; বক্ষ কি উত্তাল তব, কলেজের
নানা রং, নানা ঢং দেখে !

বাঞ্ছারাম—কী ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ কর। মস্তকের ঘায়ে
আমি কুকুর-পাগল। তোমার চক্ষেতে
ছ্যাহ নীল নাল রং।

তিনকড়ি—আহা হা, সে ঘায়ের স্বরূপখানা কি ?

বাঞ্ছারাম—ক্রিটিসিজম্ ক্লাশ পইড়াছে আমার।

তিনকড়ি—বেশ, বেশ, ভালো কথা। শুনে খুশী হনু।
আমি রবো তোমার সে ক্লাশে—অবশ্যই।
তোমারে মনের মত দিব হে ধোলাই
'ক্রিটিসাইজ' করি ; শোধ নেব সেদিনের।
মনে পড়ে—সেদিনের ক্লাশে, অতগুলো
ছেলে আর মেয়েদের কাছে—অসহায়
পেয়ে মোরে নিয়েছিলে একহাত সবে।
ভুলি নাই তাহা—ভুলিব না কোনদিন,
যতদিন পুনঃ মর্ত্যে না লব জনম।

বাঞ্ছারাম—কী তোমার করচিলাম। পাকা ধানে দিচিলাম
কি মই ?

তিনকড়ি—মই শুধু ? লোকে ভাঙ্গে মাথায় কাঁঠাল,
আর তুমি, ভাঙ্গিয়াছ মাথায় এঁচড়
একা পেয়ে। নেবো তার প্রতিশোধ এবে।

তবে হ্যাঁ, খাওয়াও যদি রেস্তোরাঁয়
বেশ পেট পূরে—কিচ্ছুটি কহিব না।

বাঙ্গারাম—পয়সা নাই পকেটে আমার—আসেনি
এখনো স্টাইপেণ্ড হাতে—মেসেতে
রইছে বাকী—পাঁচ কথা কয় পাঁচজনে ;
তবু তুমি দিনরাইত সোঁয়া পোকা সম
লাগত্যাছ আমার গায়। বিছুটি সম
তীব্র ঐ বাক্যবাণ।

তিনকড়ি—বেশ, মনে রেখো—মনে রেখো সেইদিন।

বাঙ্গারাম—(সক্রোধে) তিনকড়ি, দেখাইও না বয়,
মনে রাইখো
ঢাকাইয়া বাঙ্গাল ছিলাম—মরণের
আগে। কইরো—যা পার তুমি।

তিনকড়ি—আহা-হা, চট কেন, চটার কি হোল!

বাঙ্গারাম—না, চটুম ক্যান্, তোমার অমৃত-ঝরা
বচন শুইনা কোলে লইয়া নাচুম
তোমারে। আবার যদি দেহি লাইগ্যাছ
পিছনে, একচড়ে 'চুৎমুড়া' দিমু খসাইয়া।

(পরমেশের প্রবেশ)

পরমেশ—কি হলো এখানে, বাঙ্গারাম রাগান্বিত
ক্যানো ? কি বলেছে তিনকড়ি ?

বাঙ্গারাম—আর কইওনা বাই—হেই থিকা পাচে্
লাইগা আচে ব্যাটা ! খাওয়াও তারে নিয়া
চায়ের দোকানে। বাপের রইছে যেন
জমিদারী একখান। অপরাধ মোর—
ক্রিটিসিজম্ ক্লাশ নিতে হইব কাইল!

পরমেশ—বেশতো—বেশতো, কি পড়াতে হবে ?

বাঙ্গারাম—মাইকেলের স্বর্গভূমির প্রতি, আর ঐ সঙ্গে
ইংরেজী ক্লাস।

তিনকড়ি—'স্বর্গভূমির প্রতি' বলে লেখে নাই
কবি মাইকেল কোনও কবিতা। জানি
আমি ভালমতে। আমার মামার শালা
তার গ্রামবাসী। গ্রামবাসী বলে মামা
নিজেও পারিত মুখে মুখে ছড়া-পদ্য
বলিতে সতত। বাঙ্গারাম, গুল দিও
অন্য খানে।

বাঙ্গারাম—তিনকড়ি, হইব না ভাল চটাইলে
মোরে। যা জাননা, তা নিয়া তর্ক করতে
আসো ক্যান ? স্বর্গের ইউনিভার্সিটি
'বঙ্গভূমি' কথাডারে কাইটা ওইখানে
বসাইছে স্বর্গভূমির প্রতি—কপিরাইট্
কিনা নিচে মাইকেলের কাছ থিকা।
ইডা জানেনা, ফরর্ ফরর্ কইরা

চোপা বাজাইলেই ভাব বুঝি সবজান্তা
নিজে। বাঙ্গারাম মইরা গিয়াও আইজো
মরে নাই মিঞা !

পরমেশ— আরে চল-চল, তিনকড়ির কথায়
আবার রাগ করে নাকি—ওতো রসিকতা।

বাঙ্গারাম—এঁ্যা, রসিকতা ! তাই কও, হঃ তাইতো,
মর্ত্যে থাকতে হুনচি—বাবার নাম
জানতে চাইলে রসিকতা কইরা
পোলায় কইতো বোনায়ের নাম :
জিজ্ঞাসা করলে কইতো, আরে ভাই
ঠ্যাকার সময় যদি বাপ না হইব
তবে বোনাই হইচিলা ক্যান। অ্যাঃ, তাইতো,
তিনকরি আমার পরাণের পরাণ,
হেই মর্ত্য থিকা। এখনও পাঁচ আনা
পাওনা আছে—তিনকরির কাছে—জানো !

তিনকড়ি—হ্যাঁ, জানা আছে বৈকি মোর সিকিটি তাহার
সীসায় নির্মিত বটে, আনিটিও পাকিস্তানী।

পরমেশ— যাক্ বাপু—সে ঋণ করিবে শোধ—তিনু।
বাঙ্গারাম, নাও গান ধর দুইজনে।

বাঙ্গারাম—আমার কি অসাধ ? নাও ধর—দেরকরি !

(সকলের গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান : কলেজের মাঠ। কয়েকজন ছাত্র বসে জটলা করছে। সকলের হাতেই বই খাতা]।

প্রথম ছাত্র—শুনেছ কি সবে, শীঘ্র নাকি পরীক্ষা
হইবে দিতে।

দ্বিতীয়— শুধু শুনিয়াছি, কর্ণের ভিতর দিয়া
যখনি পশেছে, মনে হোল—মনে হোল,
আমি আর নাই।

তৃতীয়— এতটুকু হয় নাই পড়া।

চতুর্থ— পড়াতো দূরের কথা, বুঝি নাই ভাই
একটি কথাও যা হয়েছে ক্লাশে।

দ্বিতীয়— লেকচার দিয়েছে যখন, আমি শুধু
ঘুমিয়েছি বইয়ে মাথা রেখে—পশ্চাতে
বসিয়া। জানিনেকো কি আছে কপালে।

প্রথম— আর কপাল ! এখনও বুঝিনি ভাই,
কারে বলে হেরিডিটি, কিবা পরিবেশ।
মাথায় ঢোকেনি মোর, মূল্য কার বেশী।
কি কথা বলেছে রুশো—কি বলেছে ডিউই

দ্বিতীয়— নির্ঘাৎ পাইব ভাই রাউণ্ড পটেটো।
নাই—নাই—নাইরে উপায়। কে জানিত
বি. টি. পড়া ঝক্‌মারি কাজ।

চতুর্থ— এই চুপ কর, ঐ ছ্যাখ আসিছে দুজন
মর্ত্য কলেজের অপঘাতে মরা ছাত্র।
দুজনেই ভাল দেখিয়েছে ফল, জানি,
য়্যাড্‌মিশন্ টেষ্টেতে এবার। দিনরাত্রি
বই নিয়ে থাকে। ওদের ধরিলে ভাই,
হয়তো বুঝিয়ে দিতে পারে।

প্রথম ছাত্র—রেখে দে বুঝাবে ওরা। বলেছিনু কাল
শিবপ্রসাদেরে, 'বিহেভিয়ার'টা দাও
বুঝাইয়া। কি কহিলো জানিস্ কি তোরা ?

সকলে— কী কহিলো।

প্রথম ছাত্র—কহিলো আমারে, তার নাকি কাজ আছে।
বড় ব্যস্ত ভাব। সঙ্গে এক গাদা বই
ভাবিলাম হয়তো তাহাই হবে। কিন্তু
ও কপাল, কিছুক্ষণ পরে দেখি ভাই
আমাদের প্রখ্যাত শিবদা, একজন
মহিলাকে সঙ্গে করি ঢুকে গেলো হায়
নন্দন গার্ডেনে।

সকলে— নন্দন গার্ডেনে ! কে সে মহিলা চিনিতে
পারিলি ?

প্রথম— পারিব না ? সেই যে গো ভায়া কলেজের
'গ্ল্যামার গার্ল'—অঞ্জলি না ক্ষেমাঙ্গিনী নাম।
শোন্ তারপর—এই না দেখিয়া আমি

ভাবিলাম, কি ব্যাপার হতে পারে। তাই,
কৌতূহলী হয়ে চুপি চুপি করিলাম
'ফলো'। সন্ধ্যা অন্ধকারে নন্দন গার্ডেন
সমাচ্ছন্ন। দূরে মিটিমিটি বৈদ্যুতিক আলো।
তাহারই প্রভায় হেরিলাম দুইজনে
কুঞ্জপাশে। আমিও তেমনি ছেলে বাবা,
অন্ধকারে দাঁড়াইনু ঝোপের আড়ালে।
কান দুটি পেতে দিনু উভয়ের কথা
শুনিবারে।

সকলে— কি শুনিলি ? শিবদা করিল বুঝি তাহারে
প্রোপোজ্ !

প্রথম— ধ্যেৎ তেরি, তাহলেও তো বুঝিতাম,—
তাহা নয়। দেখি সেই ছোঁড়া, দণ্ড দণ্ড
ধরি—সাগ্রহে চলেছে বুঝায়ে ভাই,
কারে বলে 'বিহেভিয়ার' কি তার 'ফীচার'।
কারে বলে ইনষ্টিংক্ট, কাহারে রিফ্লেক্স।
সমুখে রয়েছে খোলা রাশি রাশি বই
আর ভালো ভালো নোট। এক এক করি
ক্রমে দশটা বাজিয়া গেলো গার্ডেনের
পেটা ঘড়িটাতে। উঠিবার চাড় নাহি।
মাঝে মাঝে সল্টেড্ বাদাম—খাইতেছে
দুইজনে, পরম আয়েসে। আর আমি

মশার কামড়ে ছটফট করিতেছি
একটুকু নড়িতে না পারি, পাছে বোঝে
মোর অবস্থিতি।

দ্বিতীয়— আহা, বাছা মোর, তোর তরে দুঃখ হলো,
কিন্তু বল্ কী করিতে পারি ? শিবদাকে
বলিস্ তো দিতে পারি রামরদ্দা মেরে,
কিন্তু মোর খড়্কে সম পালোয়ান দেহে
পলায়ন করা ছাড়া নাহি করিবার—
শিবদার কাছে। ভদ্রলোক গোঁয়ারও
তেমনি। তবে এ ব্যাপার সত্যই খারাপ।

তৃতীয়— তা যদি বলিলে, তাহলে বলছি শোন,
শুধু দোষী নহে শিবপ্রসাদ একাকী;
আরো আছে আমাদের মাঝে। নোট যদি
চাহে কোন মেয়ে, নাও যদি চাহে তবু,
সাগ্রহে এগিয়ে দেয় ভালো ভালো নোট।

চতুর্থ— বুদ্ধি ভালো করিয়াছে, ভালো ভালো নোটগুলো
ছলেতে বাগায়ে, ওরা পাবে ফার্ষ্টক্লাশ
নির্ঘাৎ জানিয়া রেখো। কিন্তু তুমি, তুমি
যদি চাহ কারো নোট, বিশেষতঃ কোনো
মহিলার, পাইবে না—পাইবে না দাদা।

প্রথম— আরে ভাই এই তো সেদিন, বলিলাম
মিস্ সরস্বতীরে : দিদি, দয়া করে যদি

মিসেস্ লক্ষ্মীর নোটখানা দেন, তবে
বড়ই বাধিত হবো। কী বলিলো জানো ঃ
নোট তো ভাই দেওয়া যায় নাকো, এমন
স্পীডেতে বলে—একবর্ণ বুঝিতে না পারি।

দ্বিতীয়— নোট লিখে কিবা লাভ বল, ফাঁক তালে
যদি জোটে ছেলেদের হতে। আর দোষ
দিব কারে ভাই—একটু হাসিয়া তারা
কথা যদি বলে, রাজ্য বুঝি দিতে পারে
এই ছেলেগুলো।

(তিনকড়ি ও বাঙ্গারামের প্রবেশ)

তিনকড়ি— (হস্তে মুষ্ট্যাঘাত করে) আই বেগ্ টু ডিফার।

দ্বিতীয়— কারণটা শুনতে কি পারি স্যার ?

তিনকড়ি— সব ছেলে নহেকো এমন। আর, সব
মেয়ে কিছু নোট চেয়ে ফিরেনাকো !

দ্বিতীয়— আমি কি বলেছি, স্বর্গের সবাই
এমন। যাহারা এমন, তাহাদেরই
কথা বলিয়াছি শুধু। ঠাকুর ঘরেতে
কে গো—না আমি খাচ্ছিনে কলা ; তাই
মনে হয় নাকি ?

বাঙ্গারাম— যাইতে দাও—ছাইড়া দাও মিঞা। এই
তিনে, উইথড্র কর যা কইচস্ ব্যাটা।

তিনকড়ি— বেশ, বেশ, উইথড্র করিনু তবে মোর
পূর্ব কথা। এসো, হাতে হাত দাও ভাই।

বাঙ্গারাম—হাতে হাত কিরে শুধু, ক' এনারে তিনে,
জোড়া পায়ে লাথি মারো বুকে। যাইক ভাই,
কি কথা হইবার লইচিলো—মেজাজ্ হুইনা
মনে হইলো, ইস্কুরুপ বুঝি ঢিলা হইয়া
গেচে উপুর তালার।

দ্বিতীয়— আজ্ঞে, কি বলছেন মোরে।

বাঙ্গারাম—না, কমু আর কি, বলতেছিলাম
কিছুদিন 'চঙ্গ' ভাজা, আর ছনচার তলের
'হলা' ধোয়া জল খান, সব ঠিক হইয়া যাইব।

চতুর্থ— আজ্ঞে, খাওয়া খাইয়ি নয়, পরীক্ষার
কথা হচ্ছিলো। কিচ্ছু বুঝিনি ভাই
যদি দয়া করে……।

বাঙ্গারাম—ওঃ, তাই কন্ (স্বগতঃ, যাইক্ আমিই শুধু বাঙ্গাল
এখানে, বুঝে নাই কেউ ; তা না হইলে আইজ্
কিলিয়া কাঁঠাল-পাকা করতো হগ্‌গলে)।
তা, কি বুঝাইতে হইবো!

চতুর্থ— হেরিডিটি, আর এনভায়রণমেণ্ট।

বাঙ্গারাম—আইচ্ছা, আমি উদাহরণ দিয়া দিতেছি
বুঝায়ে। উপদেশের থিকা নাকি
উদাহরণ মনে থাকে বেশী। হ্যাহেন,
একদিন, আসতেছি ইন্দ্রলোক দিয়া।
দেখি চাইয়া, একটা ছাগল বাঁধা আচে

পথের ওপারে। কিছুদূরে দাঁড়াইয়া আছে
একটি ধবলী। সহসা ছাগল-ছানা
উঠিল ডাকিয়া, ম্যা-অ্যা-অ্যা (শব্দকরণ)।
ভাবিলাম মনে, এই ম্যা-অ্যা ডাক তার
হেরিডিটি থিকা পাওয়া। ছাগলের
ছানা, ছাগলেরই ডাক ডাকে চিরদিন।
কিছুদিন পর, চলছি কলেজ থিকা,
দেখি সে ছাগলছানা, তেমনি কইরা
খাইতেছে ঘাস। পাশে তার গোটা কয়
গরু। হঠাৎ ছাগল ছানা উঠলো
ডাইকা হাম্বা (শব্দকরণ) রবে।

সকলে— এমন আশ্চর্য কথা শুনিনাই কভু।

বাঞ্ছারাম—আশ্চর্য নয়, চমক্ খাইবেন না। পড়িয়া
গরুর দলে অনেক ছাগল হাম্বা
ডাক ডাকে। আর, ইহারেই কয় বন্ধু,
পরিবেশ, ইংরাজীতে এনভায়রণমেণ্ট।

সকলে— সুন্দর—সুন্দর। ইনষ্টিংক্টটা যদি দাদা
ঐসাথে দিতেন বুঝায়ে।

বাঞ্ছারাম—অনাদি খুড়োরে চিনেন তো হকলেই!
একদিন কি কথা কইবার জন্যে
আসছিল আমার সকাশে। চক্ষু ছিল
'রাইট এঙ্গেলে', লক্ষ্য করলাম। কিছুদূর

আইল যখন—দেখি চাইয়া, খুড়ার
চোখ নাইমা গেছে ১৫^{c} ডিগ্রীতে।
কী ব্যাপার, দেখি চাইয়া মাঠের কোণেতে
মহিলারা করত্যাছে জটলা। হাস্‌লাম।
হাসলাম ফ্যাঁক ফ্যাঁক কইরা—এরেই
ম্যাকডোগাল সাহেব কইচেন 'লাস্ট'।
বাংলা যার 'কাম প্রবৃত্তি।' বুঝচেন
হগ্‌গলে ইবার ?

সবাই— হ্যাঁ, হ্যাঁ, জলের মতো বুঝেছি দাদা। যদি
ক্লাশে এই ভাবে দেয়গো লেকচার—
অসুবিধে থাকিতো না আর। আর কিছু দাদা!

বাঞ্ছারাম—দিমু অন্যদিন। তাড়া আচে এট্টুখানি।
যাইতে হইবো, একখানে। আচ্ছা চলি।
কিচ্ছু ভয় নাই পরীক্ষায়—যা বুঝেন
তাই লিখবেন। পৃষ্ঠা ভরাট দিয়া
কথা। পাশ করা আটকাইবনা কারো।
আয় যাই তিনকইরা।

তিনকড়ি— হ্যাঁ, চল্ যাই, দেরী হয়ে গেলো।

(তিনকড়ি ও বাঞ্ছারামের **প্রস্থান**)

চতুর্থ— সত্যি, এতক্ষণে একটু সাহস এলো।
ওঃ, কী ভয়ইনা ধরে ছিলো।

সকলে— যা বলেছ ভাই। (ঘণ্টার শব্দ) চল ক্লাসে যাই।

(সকলের **প্রস্থান**)

তৃতীয় দৃশ্য

[স্থান : শ্রেণীকক্ষ। ছাত্রগণ বসে এটা সেটা আলোচনা করছে। তাদের কথার চেয়ে গোলমালটা বেশী শোনা যাবে। এমন সময় ঘণ্টা বাজবে। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে রুশো প্রবেশ করবেন। রুশোর চেহারা পূর্ব্ববৎ। প্যাণ্টালুনের রং পূর্ব পোষাক থেকে অন্যরূপ হতে পারে। রুশোর হাতে পুস্তক থাকবে না, শুধু চোখে মুখে অধ্যাপকজনোচিত সৌম্যভাব। রুশোর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রেরা উঠে দাঁড়াবে।]

রুশো—মাই ডিয়ার বয়েজ্, এর আগের ডিন হামি টোমাডের হামার এডুকেশনের কঠা বোলেছে। আশা করি, টোমরা সকল কঠা নোট করে নিয়েছে। চাইল্ডকে জোর কোরে কিছু শিখাটে যাওয়া বড় খারাপ। নেচার আই মিন্, প্রকৃটির কাছ ঠেকে, সে সব কিছু শিক্ষা পাইবে। হামার এমিলের কঠা টোমাডের বোলেছে, হাউ, আই মিন্, কেমন কোরে সে পড়টে শিখলো ; কেমন কোরে সে বনে যেয়ে য়্যাষ্ট্রনমী শিখলো ; কেমন কোরে বড় হলো। সোফীকে বিয়ে কোরলো। শাস্তি ও পুরস্কার সব কিছু প্রকৃটির হাট্ ঠেকেই পাওয়া ভালো। আর, টা চিরকাল মনে ঠাকে। এবার

টোমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করটে পার—যদি কিছু না বুঝটে পেরে ঠাকো।

(ছাত্রগণ কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকালো। শোনা গেলো, 'এই তুই জিজ্ঞেস্ কর' 'এই তুই বল্না', 'চন্দ্রদা, তুমি মুখ খোলো ব্রাদার।')

চন্দ্র—আজ্ঞে স্যার, প্রকৃতির হাত থেকে যে শিক্ষা পেতে বোলচেন, অতি ভালো কথা। কিন্তু স্যার, প্রকৃতির দেওয়া শাস্তি বাপ-মায়ের দেওয়া শাস্তির মতো অতো মিঠে নয় স্যার।

রুশো—ঠিক আছে ! বাট্ আই মিন্, নেচারের শিক্ষা লাইফের শেষ ডিন্ অব্দি মোনে ঠাকবে। যে বালক আগুনে হাট পুড়িয়েছে, সে আর উইলিংলি আগুনে হাট ডিবে না।

বাঙ্গারাম—তা দিবো না স্যার—অবশ্য আগুনে হাত পুইড়া যাইবার পরেও যদি হাতের কিছু অবশিষ্ট থাকে। ঠিক তেমনি, গাছ থিকা পইড়া গেলে ঠ্যাং ভাইঙ্গা যে শিক্ষা পাইব—তাতে স্যার, জীবনে ভিক্ষা ছাড়া কিচু কইর‍্যা খাইতে অইবোনা ! অবশ্য যদি গরীবের পোলা হয় ! আপনার 'এমিল' ছ্যামড়ারে যে বনে নিয়া গাচে তুইলা দিচিলেন—ওযে গাছ থিকা পইড়া গঙ্গা প্রাপ্ত, থুড়িঃ রাইন নদ-প্রাপ্ত হয় নাই, সেডা আপনার ফোরটিন ফাদারসের ভাগ্য স্যার।

বরুণ— শুধু তাই নয় স্যার, প্রকৃতি রাণী মানে 'নেচার-কুইন' স্যার, হাজার হলেও নারী। দোষী ঠিক করা তার কর্ম নয় স্যার। রামের দোষে শ্যাম ঘায়েল হবে স্যার। যেমন রাম মন্দাকিনীর জল নষ্ট করলো, শ্যাম সেই জল খেয়ে উদরাময়ে পড়লো স্যার।

রুশো— তোমরা আইডিয়াটাকে অন্য পারস্পেকটিভে ডেখছো। প্রকৃতি বড় উডার আছে।

তিনকড়ি—আজ্ঞে, তা নয় হলো, কিন্তু প্রতিজনের জন্য একটা করে মাষ্টার পাওয়া বা রাখা সম্ভব নয় স্যার। এমনি-তেই স্যার মাষ্টারদের ট্যাঁকে ছুঁচোয় বুকডন ছায় স্যার—এত মাষ্টার হলে গ্রাস ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছাদনটাও ত্যাগ করতে হবে স্যার।

রুশো— ছাখো বয়েজ, দেশে শিক্ষিত বেকার বহুট্ আছে। তা ছাড়া এই ট্রেনিংএ টারা আরো সংখ্যায় বাড়বে। টাডের সবারই হিল্লে হোবে—বহুৎ মাষ্টার পাওয়া যাবে। ষ্টেট্ও মাইনে বাড়াবে।

৪র্থ ছাত্র—আপনার মতগুলোর কিছু পরিবর্তন করলে ভালো হয় স্যার। শিক্ষা শিশুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠুক আপত্তি নেই—আর নেইবা ক্যান্, যে সব ত্যাঁদড় ছেলে স্যার এই স্বর্গের—তাদের পিঠের কানে ঔষধ না দিলে স্যার ফল বিপরীতই হবে। যা হোক্ শেষের কথাগুলো যদি……।

রুশো— হোবে, হোবে, পেষ্টালৎসী, ফ্রুবাল, মন্তেসরী, ভানুসিং সবার সঙ্গে এখানে আমার আলাপ হোয়েছে—ওঁরা কিছু কিছু পরিবর্তন করেছে। টোমরা তাঁদের কাছে অনেক সাহায্য পাবে।

(ঘণ্টা বাজার শব্দ)

আচ্ছা, আবার ডেখা হোবে, কেমন ?

(রুশোর প্রস্থান)

১ম ছাত্র— ধ্যাৎ তেরী, নানা মুনির নানা মত।

তিনকড়ি— বাঞ্ছারাম, মনটা একটু খোলসা করে দাওতো বাবা।

(গীত)

আশা মোদের সব ফুরালো পড়তে এসে বি. টি. ;
টাকার লাগি হয় পড়িতে ইনষ্টিংক্ট হেরিডিটি।

(গান গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

ক্রিটিসিজম-লেসন্‌-ক্লাশ ছাত্রগণ বসে আছে মঞ্চের একপাশে। শিক্ষক-ছাত্রগণ অপর পার্শ্বে। বাঞ্ছারাম প্রবেশ করে, ব্ল্যাকবোর্ড ও শিক্ষাদানের অন্যান্য উপকরণ ঠিকঠাক করে রাখলো, তারপর নিজ চেয়ারে এসে চুপ করে শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকালো। ছাত্র-শিক্ষকগণ বাঞ্ছারামকে নিয়ে মৃদু আলোচনা করতে লাগলো। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সচকিত হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ভানুসিংহ প্রবেশ করলেন। ভানুসিংহের পরণে আলখাল্লা। মুখে একমুখ সাদা দাড়ি। চলন একটু ঝুঁকে। ভানু সিংহ তাঁর খাতা (মন্তব্য বই) নিয়ে চেয়ারে বসলেন।

বাঞ্ছারাম (ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে)—আমার প্রিয় গোবৎস—থুড়ি, বৎসগণ! আইজকা আমি তোমাদের একখান স্বর্গীয় কায়দায় কবিতা পরামু। কবিতাড়া লিখচেন একজন বাঙ্গালী কবি। কবিতাডার নাম হইল 'স্বর্গভূমির প্রতি' —লিখচেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ভদ্রলোক এখন অবশ্য স্বর্গের নাগরিক। সকালে বিকালে মন্দাকিনীর তীরে তাঁরে হাওয়া খাইতে দেখবারও পারো

অনেকেই। দাড়ি আছে একটু একটু আর মাথার মাঝখান দিয়া সিঁথি। চুলগুলা কুকরাইনা।

জনৈক ছাত্র—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার, মাঝে মাঝে দেখিয়াছি তাঁরে নন্দন মার্কেটে। বোতলে বোতলে কিনছেন সুধা। গায়ে ওল্ড ফ্যাসানের জামা—মস্তকের মাঝখান দিয়ে সিঁথি—ন্যাষ্টি রাবিশ্।

বাঞ্ছারাম—(স্বগত) তা, আর কোথায়ইবা দেখবা সুধার দোকান ছাড়া। এতো ছেলে নয়, পিলে। পুঁতলে আর জল দিতে হয় না, এমনি গাছ গজাইব। আবার নষ্টামী ছাখ। ওল্ড, রাবিশ। আরে বাপু, মর্ত্যে তার সময়ে তার মত আধুনিক তোর ফোরটিন্ ফাদারসও আছিল না। কিন্তু কি করুম, স্বর্গের বইয়ে তো আর তা নাই। (প্রকাশ্যে) তবে তো দেখচোই। ভালো কইরাই দেখচো। হেঃ হেঃ নয়ন মেইলাই দেখচো। তা যাইক মাইকেল নামখান দেইখ্যা চমক খাইওনা। 'সাইকেল' দেখচো তো? স্বর্গের মেয়াপোলা হগ্গলেই তো এহন সাইকেল চরে। মাইকেলও সাইকেল চরতো। বেশী চরতো বুইলা নামের আগে সাইকেল বইচে। ছাপার ভুলে 'স' 'ম' হইয়া এই কেলেঙ্কারীটা হইচে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত—'দত্ত' ক্যান? 'দত্ত' ক্যান বুঝচো নি।

সাইকেলের বাবায় তারে দত্তক দিচিলো। আসলে ভদ্র-লোকের নাম সাইকেল মধুসূদন দাস। একটুহানি পরেই পাইবা। অথচ হ্যাহ, চমক লাগাইবার জন্যে মাইকেলের মত—দত্ত বুইলা চালাইচে। আরে আমার মত মাষ্টারের চোখরে কি ফাঁকি দেওয়ন এতই সোজা, অ্যাঁ ?

কি লিখচে হ্যাহ ঃ

'রেখো মা দাসেরে মনে'

ক্যান, ইবার, দাস ক্যান ? রেখো মা দত্তেরে মনে লিখতে পারলা না ? আরে বাবা, প্রেম আর খুন কি ঢাইক্যা রাখন যায় ? একভাবে, না একভাবে কাপর-চাপা আগুনের মতো ফুইটা বাইর অইবই। আচ্ছা, এইবার দেহি আর কি আচে ঃ

'এ মিনতি করি পদে'

মিনতিডা কিজন্যে বাপু, অ্যাঁ। বলি এত মিনতির ঘটা লাগচে ক্যান ছিচরনে ! নিশ্চয়ই কারণ আছে,

'সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ'

ওরে বাবা। এইবার ফাঁস হইয়া গেলতো। অর্থাৎ কিনা, মনের কোন গোপন সাধ মিটাইবার জন্যে যদি পরাণডা হকমক্ করে, আর হেই সাধ পূরণ করবার যাইয়া যদি পরমাদ ঘটে অর্থাৎ কিনা যদি কবি সেই গোপন সাধ মিটাইতে যাইয়া ঠ্যাঙ্গানী খায়, তাহলে, পরাণডা বাঁচাইবার যাইয়া যদি ছুটন লাগে মারে বাবারে বুইলা, বুকতো তাহইলে সাহারা মরুভূমি হইয়া যাইব, সেইজন্য মায়েরে কবি মিনতি করবার লইচে ঃ হে মা জননি

'মধুহীন কোরোনাগো তব মন কোকনদে'

'কোকনদ' অর্থ বুঝছতো? কোকনদ মানে কোকোনড্ অর্থাৎ কিনা কোকোনাট—মানে নাইরকল।

তা হইলে সব মিলা অর্থ হইবার লইচে কি ছ্যাহঃ আমাগো সাইকেল দাস মায়েরে মিনতি করবার লইচে, হে মা জননি, মনের বাসনা (কি বাসনা তাতো বুঝবারই পারবার লইচ) খানি মিটাইবার যাইয়া বেপাড়ার পোলা বুইলা যদি ঠাঙ্গানী খাই তবে ছুইট্যা পলাইতে যাইয়া বুক শুকাইয়া আমার কাঠ হইয়া যায়—তবে তোমার নাইরকলখানি যেন জলহীন কইরো না এই মিনতি করি। তৃষ্ণার সময় একটু নাইরকলের জল যেন মা খাইয়া বুকটারে ঠাণ্ডা করবার পারি।

নাও, বুঝচো তো হগ্‌গলে।

ছাত্রগণ— আজ্ঞে স্যার, জলের মতো বুঝেছি এবার।

বাঞ্ছারাম—কি কমু বাপু, মর্ত্যেও আমার এই প্রশংসা আছিলো। যাইক আর কিছু যদি জিজ্ঞাসা করবার থাকে কও? (কোন ছাত্রকে ইঙ্গিত করে) এই তুমি কিছু কইবা?

ছাত্র— আজ্ঞে স্যার নীলাম্বর কথাটার ব্যাসবাক্য কি হবে?

বাঞ্ছারাম—নীলাম্বর! মানে নীলামবর। ওতো সোজা বাপু। নীলাম হইয়াছে বর যাহার। মানে যার বর নীলাম হইয়াছে। মানে, যা দিনকাল পড়ছে বাপু ইরকমডা তো হইবোই। আমাগো মর্ত্যেও হিন্দু কোড্‌বিল পাশ হইছে—তা স্বর্গে হইব না? বুঝচ?

বেশ, আর কেউ কিছু ?

ছাত্র— এ দুই লাইনের অর্থ কি হইবে স্যার ঃ
'ফুটিয়াছে সরোবরে কমলনিকর
ধরিয়াছে কি আশ্চর্য শোভা মনোহর।

বাঙ্গারাম—ফুটিয়াছে, মানে ফুইটাছে। হরোবরে মানে পুকইরও কইবার পার আবার পুষ্করণীও কইবার পার। কমলিনী কর মানে একজন মেয়া মাইনষের নাম। অর্থাৎ কিনা, কমলিনী কর বুইলা একজন বাঙ্গালী মেয়া মানুষ হরোবরে ধারে ঘাপটি মাইরা বইসা ছিলো। তার পর কি হইল, না, আশ্চর্য ছ্যাখ, আর কাউরে ধরল না, ধরল কারে, না, বড় ঠাকুরের মাইয়া শোভা আর আমাগো মনোহইরারে। আরে বাঙ্গালী স্ত্রীলোক কি কম চালাক ভাব, ধরলো তো, ঠিক ধরলোতো—আর তো কেউ শোভা আর মনোহইরার কাভি ধরবার পারে নাই। অ্যাঁ।
আচ্ছা, ইবার তা হইলে ইংরেজী আরম্ভ করি কেমুন ?

ছাত্রগণ— আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

বাঙ্গারাম—বড় কটমইটা ভাষা এই ইংরাজী। তবে আমার কাছে বাংলাই কি আর ইংরাজীই কি বাপু, জলের মতো বুঝাইয়া ছাড়ুম। প্রথমেই ধর অর্থ কইর‍্যা দেই বাংলার মত—ইংরেজীও তোমাগো কাছে বিদেশী ভাষা কিনা—

কিসের গপ্প—ও, সোজা গপ্পই তো। এক্কেবারেই সোজা।

One morn I met a lame man অর্থাৎ কিনা একদা এক বাঘের গলায় একটা হাড় ফুটিয়াছিল। **In a lane** অর্থাৎ অতি কষ্টে। **Close to my farm** অর্থাৎ খুলিতে পারিল না। **He had not gone far** অর্থাৎ সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া **when his stick broke** অর্থাৎ কিনা ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। বুছচো তো। গল্পডা **very very important. Underline**—ভালো কইরা লাল কালি দিয়া দাগ মাইরা রাখ।

ভানুসিংহ—বাঞ্ছারাম বাবু, সময় হয়েছে শেষ,
আপনি আসন গ্রহণ করুন এবে।
ছাত্র-শিক্ষকগণ, যদি বলিবার
কিছু থাকে, বলুন এখন।

(ভানুসিংহ উপবেশন করলেন)

জনৈক শিক্ষক ছাত্র—কী বলিব, ভাষা নাহি পাই। যা শুনিনু
এক বাক্যে, অপূর্ব, অভূতপূর্ব ইহা।
হেন ব্যাখ্যা, হেন মহাজ্ঞান, দেখে নাই,
শুনে নাই কেহ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল
মাঝারে।

অন্য সকলে — আমরাও পরিপূর্ণ একমত।

ভানুসিংহ — সত্যই অপূর্ব, ভাগ্য ভাল বলি আমি
মরিয়া বেঁচেছি — এ হেন অপূর্ব রত্ন—
প্রতিদ্বন্দ্বী হয় নাই—মরতে আমার।

(ঘণ্টাধ্বনি ও সবার প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান: নন্দন গার্ডেন। সময়: সন্ধ্যা। চন্দ্র এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রবেশ করলো। হাতে একখানা সাইকোলজির নোট।

চন্দ্র (আপন মনে)—ফার্ষ্ট ক্লাশ পেতে হবে মোরে। পেতে হবে
যে কোন প্রকারে। করিয়া চালাকী কিছু
রোহিণীরে দিয়ে বাগিয়েছি ভালো ভালো
নোট, সেরা ছেলেদের মাথায় কাঁঠাল
ভাঙ্গিয়া। বুঝিতে দেইনি কারে—আসল
রহস্য। এককোণে বসি দেখে নিই ইহা।
আশা করি আর আসিবে না এবে কেহ
নন্দন গার্ডেনে বিরক্ত করিতে।

(চন্দ্র এককোণে বসে নোটগুলো খুলে দেখতে লাগলো। এমন সময় উস্কোখুস্কো চেহারায় বরুণকে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করতে দেখা গেলো।)

গান

বরুণ— হৃদয় মরুতে তুমি ওয়েশিস্ প্রিয়া
তোমারে যদি গো পাই,
কি হবে পাশ করিয়া॥

(কীর্তনের স্বরে) আমি মরিব, মরিব।

তোমারে না পেলে সখি, মরিব মরিব।

ঐ মন্দাকিনী জলেতে গলায় কলসী বেঁধে

মরিব তোমার স্মৃতি নিয়া॥

(সহসা চন্দ্রকে দেখে আবেগ কম্পিত স্বরে)

চন্দ্রদা !

(চন্দ্র নোটগুলো লুকিয়ে, বিরক্ত কণ্ঠে)

চন্দ্র— কী, বলি হয়েছে টা কি শুনি, সেই থেকে,
চন্দ্র দা, চন্দ্র দা,—ভিতরের ব্যাপারটা
কি বল দেখি বাপু !

বরুণ— চন্দ্রদা, মমতা !

চন্দ্র— মমতা, মমতা আবার কে ?

বরুণ— চন্দ্রদা, জনম বিফল তব, আজো
চেন নাই, মমতা, মমতা কে ?
আহা-মরি, নয়ন মুদিলে, সম্মুখে
দেখিতে পাই তারে। বব-কাটা চুল তার
পড়িয়াছে ঘাড়ে। কম্বুকণ্ঠী, খঞ্জন নয়নী।
হস্তিসমা মন্থরগামিনী, দুটি অক্ষি মাঝে
কতনা মমতা ঝরে সদা। নিত্য নব শাড়ী পরি
ঘুরে বালা কলেজের এখানে সেখানে।
সেই সে মমতা সেন, মরতের মেয়ে

সদ্য আসিয়াছে হেথা। চন্দ্রদা, চন্দ্রদা,
হৃদয়-মরুতে মোর সেই ওয়েশিস্।

চন্দ্র— হুঁঃ, বুঝিয়াছি এতক্ষণে, কিছুদিন ধরি
দেখিতেছি তুই এক প্রেতিনীর পিছে
অহরহ ঘুরছিস্, হ্যাংলা কুকুর
যথা মিষ্টির দোকানে ঘুরে—অথবা
শকুনি যেমতি ঊর্ধ্বাকাশে থেকে তবু
ভাগাড়ের পানে দৃষ্টি রাখে। ঐ বুঝি
খঞ্জনী-নয়নী তোর। আলু-চেরা চোখ
দুটি চশমাতে ঢাকা, আশ্রয় নিয়েছে
কোটরেতে। গমনে হস্তিনী বটে তিনি।
পদভরে কলেজের বাড়ী কেঁপে ওঠে।
আর কণ্ঠ তার, আহা মরি বায়সীরে
লজ্জা দেয়—সহসা কখনও কর্ণেতে
পশিলে—চায়ের পেয়ালা ছলকিয়া
ওঠে চমকিত ছেলেদের হাতে। দেখি
গাত্রবর্ণ তার, কৃষ্ণকায় মোষ-জায়া
মন্দাকিনী-জলেতে লুকায়। 'নয়নেতে
তার মমতা ঝরিছে'—নয়ন কোথায় ?
ওতো কয়লায় খাদ।

(বরুণ প্রিয়ার বর্ণনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুখ বিকৃত করতে করতে অবশেষে হতাশ কণ্ঠে)

বরুণ— চন্দ্রদা, রূপে কিবা আসে যায় বল,
জান নাকি প্রেম অন্ধ।

চন্দ্র— প্রেম অন্ধ—ঐ সঙ্গে নয়নও অন্ধ তোর।
নতুবা সে পুষ্টাধরা—থ্যাবড়ানাকী
মহিষ-রূপিণী, কি করি যে চক্ষু তোর
অন্ধ করি দিলো, তাই ভাবি মনে।

বরুণ— চন্দ্রদা, চন্দ্রদা, সম্বর—সম্বর তব
বাক্যশর। বারবার প্রিয়ারে আমার
কালো বলি তুচ্ছ করোনাকো। জানোনাকি
রচিয়াছি গান একখানি—মমতা সেনেরে
লয়ে। প্রিয়া-প্রশস্তিতে ভরা।

চন্দ্র— কই শুনি সেই গান।

বরুণ— লজ্জা করে সম্মুখে গাহিতে। অনুমতি
কর যদি, অন্তরালে যেয়ে শোনাইতে
পারি সেই গান—গাহিব কি দাদা ?

চন্দ্র— কাজ নেই শুনিয়া এখন, পরীক্ষা
দুদিন বাদে, পড়াশোনা কর গিয়ে।

বরুণ— (কাতর কণ্ঠে) শুনিবে না গান মোর ? চন্দ্রদা, চন্দ্রদা,
তুমি কি পাষাণ !

চন্দ্র— (স্বগত) ওঃ আচ্ছা বিপদে পড়েছি যাহোক্, কোথায়
ভাবলাম ফাঁকমতো একটু নোটগুলো দেখে নোব, তা

এই হতভাগা এসে সব ডুবোলে। (প্রকাশ্যে তিক্ত কণ্ঠে) বেশ, গাও গিয়ে, গেয়ে আমায় উদ্ধার কর।

(বরুণের একটু অন্তরালে গমন ও গান গাওয়া।)

গান

(সুর : রামপ্রসাদী)

কালো ভালো নয় বা কিসে
যে না বলে প্রেমিক নয় সে ॥
মহেশ্বর যে গৌর বরণ
বুকে ধরেন কালীর চরণ
আবার সোণার বরণ লক্ষ্মী ঠাকরুণ
(দেখ) বিষ্ণুর চরণ টিপছে বসে ॥
গায়ের ভালো কোটটি কালো
কালো জুতো পরতে ভালো
আবার, বাবুরা সব ক্যালো পেড়ে মিহিধুতি ভালবাসে ॥
কালো পাঁঠার মাংস ভালো
দুধ ভালো গাই হলে কালো
আবার, কালো গোঁফ আর দাড়ি বিনে,
পোড়া চোপা হয় মানুষে ॥
কালো যদি এতোই ভালো—তবে যত কালো ততই ভালো
ওগো, প্রিয়া আমার বেজায় কালো—
তবু কেন লোকে হাসে

(গান শেষে বরুণের লজ্জা-উৎফুল্ল ভাবে চন্দ্রের দিকে অগ্রসর হওয়া।)

চন্দ্র— (বরুণকে লক্ষ্য করে) হুঁঃ, বুঝিয়াছি ডুবিয়াছ তুমি-
প্রেমরূপ নর্দমার মাঝে হ্যাঁরে বরুণ, তোর না
রয়েছে ঘরে বিবাহিতা স্ত্রী।

বরুণ— (মরিয়া হইয়া) প্রেম আর স্ত্রী, কতখানি পার্থক্য দোঁহেতে
ভেবেছিনু আর কেউ না হোক্, ভালো করে
তুমিই বুঝিবে। পরকীয়া প্রেম দাদা
মধুর কেমন—তুমি জানো ভালো। চন্দ্রদা,
চন্দ্রদা, মনে কর, মনে করো অতীত
তোমার—হাঃ—হাঃ—হাঃ

(দ্রুত প্রস্থান)

চন্দ্র—(সলজ্জকণ্ঠে) হতভাগা একেবারে! ভাগ্যি আর কেউ
শোনেনি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কলেজ হোষ্টেল। তিনকড়ির ঘর। তিনকড়ি চেয়ারে বসে একমনে পড়াশোনা করচে। বই-পত্তর ইতস্ততঃ ছড়ানো]

তিনকড়ি— অতীত আদিম আর্যজাতি
পারস্যের গ্রীক সহরে,
বুদ্ধ, কন্‌ফুসিয়াস, আলেকজাণ্ডার,
রোম্যান স্কোয়ারে খ্রীষ্টের গুপ্তলীলা।

(শেষ লাইনটি তিনকড়ি বারবার পড়ছে এমন সময় বাঞ্ছারাম ও জয়ন্তকে প্রবেশ করতে দেখে)

আয় বোস্ বাঞ্ছারাম—আসুন জয়ন্তবাবু।
কিন্তু—কিন্তু বসাই কোথায় ভদ্রলোকটিরে।
যে সে নন—স্বর্গের মেয়রের ছেলে।

(তিনকড়ির ব্যস্তভাব)

বাঞ্ছারাম— আরে আমাগো লিগা তোর ব্যস্ত হওয়ন লাগবো না। কিন্তু তুই করবার লইচস্ কি? খবরের কাগজ কবিতা কইর‍্যা পড়বার লইচস্ নাকি? রোম্যান স্কোয়ারে খ্রীষ্টের 'গুপ্তলীলা' কিরে? লোকটারে বেশ ধার্মিক বুইলাই জানতাম এতদিন।

তিনকড়ি (মৃদু হেসে)—চমকে গেছিস্ বাঞ্ছারাম—আপনি জয়ন্তবাবু!

জয়ন্ত— আমিও পারিনি ইহা করিবারে 'ফলো'।

তিনকড়ি— তা না পারবারই কথা—আসলে খ্রীষ্ট স্বর্গে এসেও ভালো মানুষই আছেন হয়তো। আর খবরের কাগজও পড়ছি না। আসলে ইতিহাস-পদ্ধতিতে ষষ্ঠ শ্রেণীর নতুন সিলেবাস পড়ছি পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ। অবশ্য মনে রাখার জন্য সাঙ্কেতিক ফরমূলায়।

বাঞ্ছারাম ও জয়ন্ত—সাঙ্কেতিক ফরমূলা, মানে ?

তিনকড়ি— চিরকাল তো তিনকড়িরে দাবিয়েই
এলি, গুল ধাপ্পা দিয়ে—এবে ছাখ বাঞ্ছু,
তিনের মাথায় যা খেলে, তোর ঐ ডাহা
জেলায় তা মিলবে না।

বাঞ্ছারাম— ছাইড়া দে, ছাইড়া দে তিনে, বুক ফাইটা গেলো
আর চাইপা রাখিচ্ না।

তিনকড়ি— আগেই বলেছি পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ। 'রোম্যান স্কোয়ারে' তার অর্থ প্রথমটি রোম্যান অভ্যুত্থান দ্বিতীয়টি রোম্যান জীবনযাত্রা, সুবিধার জন্য করেছি রোম্যান স্কোয়ার, তাহলেই মনে থাকবে। 'খ্রীষ্টের গুপ্তলীলা' অর্থ হচ্ছে তার পরের পরিচ্ছেদ খ্রীষ্ট ও তাঁর জীবিতকাল, তৎপরবর্তী পরিচ্ছেদ গুপ্তযুগ। 'লীলা' কথাটা এমনি লাগান হয়েছে।

বাঞ্ছারাম—(যতক্ষণ তিনকড়ির কথা শুনছিল, ক্রমশঃ তার হাঁ

বড় হচ্ছিল)—আর, আরও কিছু করছস্ নাকি মাইরি ?

তিনকড়ি (সগর্বে)—কি জানিতে চাহ ?

বাঞ্ছারাম— ধর, শিক্ষার অর্থ বা কন্‌সেপ্ট অভ্ এডুকেশন্ !

তিনকড়ি— আত্ম শক্ত দেহ
জ্ঞান লভিতে দেহ
জীবনযুদ্ধ কর্মশুদ্ধ—চরিত বলে বা কেহ।
আদর্শ গড়ি তোল
তবু, জাতিরে কভু না ভোল।
ভিন্ন স্তরে ভিন্ন শিক্ষা সকল স্থানেই রহে,
শ্রীতিনকড়ি কহে।

বাঞ্ছারাম— ইস্-স্ আবার নিজের নামও জুড়চস্ দেখি। প্যাটেণ্ট কইরা ছাইড়া দে তিনা, ট্রেনিং কলেজের ছাত্রগো কাছে হু হু কইরা কাটবো।

জয়ন্ত— অপূর্ব—অপূর্ব। আচ্ছা তিনকড়ি বাবু, ওসব থাক, শিক্ষা-ইতিহাসের কিছু ফরমূলা করেছেন কি ? এই যেমন মুদালিয়র কমিশন—

তিনকড়ি— বেশ, কবি গানের সুরে বলছি প্রতিটি প্রস্তাব, মুখস্থ করে নিন—
'পাঠ্য পুস্তক পাঠ্যসূচী
ভাষাশিক্ষা কারিগরী
সহশিক্ষা, কাজ ও ছুটি হায়গো।

বিদ্যালয় পরিচালনা,
সালিশী, পরিদর্শনা
সরকারী চাকুরী ও আয় গো ॥'

জয়ন্ত— চমৎকার—অপূর্ব তিনকড়ি বাবু !
কিন্তু পাশ করা যাবে কি মশায় ?

তিনকড়ি— কী যে বলেন স্যার—মেয়রের পুত্র
বটে আপনি মশায়—মাত্র পাশ নাকি,
ফার্স্ট ক্লাশ আটকাবে না তব। আর
কলেজে নম্বর-প্রদান প্রথা, জানেন
নিশ্চয়—না জানেন দেখাইতেছি।
ফার্স্ট টার্মে আমাদের তারাপদ রায়
লিখেছিলো ইংলণ্ডের ১৯০২ এর আইন।
পড়ে শুনাচ্ছি :

১৯০২ এর আইন অতি ভাল আইন। ইহার ফলে ইংলণ্ডের খুব উপকার হইয়াছিল। ইহা হ্যাডো রিপোর্টের মত। এই রকম আইন স্বর্গেও হওয়া উচিত। এমনি বাজে কথায় এগারো পৃষ্ঠা। তারাপদ পঁচিশ নম্বরে এগারো নম্বর পেয়েছে।

জয়ন্ত— তাই নাকি ? আশ্চর্য তো।

তিনকড়ি— শুধু কি তাই—বদন চাটার্জী সেকেণ্ড টার্মে 'হ্যাবিট' লিখেছে শুনুন : হ্যাবিট খুব ভালো অভ্যাস। ইহা থাকা ভালো। যে লোক প্রথম প্রথম একটি মাত্র

সিগারেট খাইলে ৫ বার কাশে, হ্যাবিটের ফলে একদিনে ৫ প্যাকেট বিড়ি, ৪ প্যাকেট সিগারেট খাইতে পারে।

বাঙ্গারাম— বদন কত পাইছেরে ?

তিনকড়ি— ৮ নম্বর। শুধু কি তাই, সর্টনোট লিখেছিলো ভূপেন দে, এণ্ডুবেল। লিখেছে, এণ্ডুবেল গ্রাহাম বেলের ভাই ; যিনি নাকি ইলেকট্রিক বেল আবিষ্কার করেছিলেন ; কদ্‌বেল খেতে খেতে ফুটবল খেলতে যেয়ে যিনি মারা যান।

বাঙ্গারাম— তা হইলে আমারডাই হুইনা নে তিনকইড়া। ফিসার আইন আইচিলো না ইবার। বার পৃষ্ঠা লেইখা শেষে লেখচিলাম, এই আইনে ধীবরদের খুব উপকার হইচিলো। করকরে দশটা নম্বর পাইচিলাম।

জয়ন্ত— সত্যি, যতই শুনছি কীর্তি দুজনের
বিস্ময়ে ততই মোর দম বন্ধ হয়।

বাঙ্গারাম— অ্যাঃ, বন্ধ হইয়া জানি মইরা জাইবেন না, চলেন মশাই ভাব ভাল মনে হইবার লয় নাই আমার। চলিরে তিনা, আসেন মশাই—বাসায় যাইয়া বই নিয়া একটু দেহি—তিনকইড়ার মত কিছু ফরমুলা বাইর করবার পারি কিনা !

(বাঙ্গারাম ও জয়ন্তের প্রস্থান। তিনকড়ি ফরমুলা পড়তে থাকবে। পর্দা নেমে আসবে)। *

---

* সাধারণের অভিনয়ে এ দৃশ্য বাদ দিলেও চলবে।

তৃতীয় দৃশ্য

[স্থান : ব্রহ্মালয়। মঞ্চের উপর একটা কুঁড়ে ঘরের একাংশ দেখা যাবে। কুঁড়ে ঘরের বারান্দায় বসে পিতামহ ব্রহ্মা একটা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করছেন। সঙ্গে সঙ্গে আপন মনে বলছেন।]

পিতামহ— এমন করিয়া আর কতদিন চলে ?
কবে পাশ করি বাহিরিবে নারদেটা,
মাষ্টারী পাইবে—দুটো পয়সা আনিবে
ঘরেতে—সেই-ই আশা নিয়ে বসে আছি।
মেয়েটার দিতে হবে বিয়ে। কত দিকে
লক্ষ্য রাখি ?

(বৃহস্পতির প্রবেশ)

আরে এসো এসো বৃহস্পতি। (একটা আসন এগিয়ে দিলেন)
আজকাল এইদিকে আস না যে বড় !

বৃহস্পতি—(বসে) সময় পাইনে দাদা, ভীষণ খাটায়
কলেজেতে। একেবারে বাচ্চা ছেলেদের
মত। সাত ঘণ্টা ক্লাশ সকাল হইতে,
তার মাঝে 'কম্‌পাল্‌সরী' বাদে, পুনঃ
ফার্ষ্ট এড্, রাষ্ট্রভাষা, পি. টি. নিতে হয়।

পিতামহ— তাই নাকি ? তারপর একটি বছর
　　কেমন লাগিছে বল—শিখিলে কি কিছু ?
বৃহস্পতি—আর শেখা-শিখি দাদা ! এ বুড়ো বয়সে
　　শিং ভেঙ্গে মিশিয়াছি বাছুরের দলে।
　　শিক্ষণীয় বস্তু কিবা ? সেই এক বুলি ;
　　শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা—ছাত্রেরে মাথায় তুলি
　　ধেই ধেই নাচো। আঁচড়টা যেন হায়
　　নাহি লাগে বাছাদের দেহে কিংবা মনে।
পিতামহ— তবু ভাগ্যি ভালো, এতদিন যেই বেত
　　পিটিয়েছ বাছাদের পিঠে—সেই বেত
　　দেয় নাই তুলে তাহাদের করে—নিতে
　　প্রতিশোধ। থাক্‌গে সে-সব, নারদেটা
　　পড়াশুনা করিছে কেমন—পরীক্ষা তো
　　পরশু হইতে ! পাশ করিবে তো ?
বৃহস্পতি—তিন রকমের ছাত্র আছে দাদা, ক্লাশে।
　　একদল 'বুকওয়ার্ম'—দিন রাত থাকে
　　বই নিয়ে—হেনরী ফোর্ড, ওভালটিন,
　　মনেও থাকে না ছাই, সবাকার নাম।
　　গোপনে বলছি শোন, সে সব ছাত্রেরা
　　বিদেশ-আগত। আর একদল দাদা,
　　'ক্লাশনোট' নিয়ে তুষ্ট—কোনও প্রকারে
　　সেকেণ্ডক্লাশ পেলেই সন্তুষ্ট। আর একদল

বাহিরেতে করে হৈ চৈ — কিন্তু অন্তরালে
আছে ঠিক। একটু খাটিলে ফার্ষ্ট ক্লাশ
পেতে পারে তাহারা সহজে। ইহা ছাড়া,
একদল আছে এই তিন দল মাঝে
যারা ঘুরে দাদা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে।

ব্রহ্মা — কী সে উদ্দেশ্য ?

বৃহস্পতি — থাক্ দাদা, সে কাহিনী শুনে ?

ব্রহ্মা — আহা, বল দেখি বাপু, নারদেটা শেষে
এই দলে পড়ে নাতো ?

বৃহস্পতি — না, না, ও হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর। আছে
অনেকেই এই দলে—তার মাঝে দাদা,
চুপি চুপি বলি, বরুণ ছোঁড়াটি এক
মরতের প্রেতিনীর পিছে কুলমান
দিয়েছে ঢালিয়া। ইজ্জৎ আর দাদা,
রাখলো না ছোঁড়া — আরো আছে, আরো আছে
দাদা, ছোট ছোট কেস্, ট্যাঁকের পয়সা
ভেঙ্গে, বাহাদুরী নেয় যারা একে ওকে নিয়ে।

(নারদের প্রবেশ ও তাকে দেখে)

এই যে নারদ, তারপর পড়াশোনা
কেমন হইল ?

নারদ — হইতেছে কোন রূপে, মাষ্টার মশায় !

বৃহস্পতি—বেশ, বেশ, খুসী হনু শুনে। আচ্ছা দাদা,

আজ আসি তবে—হ্যাঁ, ভাল কথা, যে জন্যে
এসেছিনু—পরশু থেকে পরীক্ষা হবে
সুরু, তাই গৃহিণী করেছে মানসিক
পূজা! আজ রাত্রে একটুখানি জলটল
খেতে হবে। আপত্তি শুনিবো নাকো দাদা।
বলতে কি, বুড়ো বয়সেতে ফেল করি
যদি, লজ্জায় এ মুখ পারিব না আর
দেখাইতে দেবলোকে—তাই এ মানস।
বৎস নারদ, তুমিও যাইও, কিন্তু।

(বৃহস্পতির প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান ঃ স্বর্গ পথ। দুজন ছাত্রের প্রবেশ।

১ম— এই শুনেছিস্, আজ নাকি ফলাফল
হইবে আউট।

২য়— কে বলিল এ হেন বারতা, সত্য নাকি?

১ম— জয়ন্ত বলেছে। সত্য বলে মনে হয়
নাকি?

২য়— একশত বার—মেয়রের ছেলে ওটা,
সেই না জানিলে, জানিব কি তুই আমি?

চল তবে, মেন রোডে খোঁজ নেই গিয়ে।
তালিকা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে সেথা
হকারের কাছে।

(দৃশ্যান্তর : হকার একগাদা কাগজ নিয়ে হেঁকে চলেছে)

হকার— বাইর অইচে, বাইর অইচে দাদা
অমরাবতীর বি. টি. পরীক্ষার ফল।
প্রতিখানা চার কড়ি কইরা—চার কড়ি।
মাত্র চার কড়ি কইরা, ফুরাইয়া গেলে
মিলব না আর—নিয়া দাম, দেইখা দাম।

(জনৈক ছাত্রের প্রবেশ)

ছাত্র (হকারের প্রতি)—দাও দেখি একখানা।

(কড়ি প্রদান ও চোখ বুলিয়ে)

(লাফিয়ে উঠে)—হুররে—ফার্স্ট ক্লাশ দিয়েছি মারিয়া। আহা-হা
এ আনন্দ রাখি কোনখানে, এ্যাঁ,

(সহসা ফিরে)

হকার !

হকার—আজ্ঞে !

ছাত্র— কিবা পুরস্কার চাহ তুমি ?

হকার—আইজ্ঞা কর্তা, আমি এক রিফ্যুজী।
ভাব দেইখা মনে হয়, কেল্লা মাইরা
দিচেন ইবার, দেন যা খুশী।

ছাত্র— রাজ্য চাও—ধন রত্ন !!

(হকার হকচকিয়ে গেল)

(তার ভাব দেখে) থাক্ থাক্ পারিবে না সহিতে তাহা,
তার চেয়ে, তার চেয়ে (নিজের জামার দিকে লক্ষ্য করে)
নাও এই জামা।
হা-হা-হা-, যাই সবাকারে দেইগে খবর।
(প্রস্থান—হকার জামা গায়ে দিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে চেঁচাতে লাগল। আরও কয়েকটি ছাত্রের প্রবেশ)

ছাত্রগণ—দেখি বাপু একখানা।
(সবাই ঝুঁকে পড়লো কাগজের দিকে)
এই অমরেশ,পাশ করেছিস্ তুই।
জয়ন্ত, চন্দ্র, বাঞ্ছারাম, তিনকড়ি
সকলেই পেয়েছে ফার্ষ্ট ক্লাশ। আরে আরে,
অনাদি প্রসাদ, একি ঢ্যাঁড়া দেখি যেরে
খুড়োর দক্ষিণে। ওঃ, কী পড়াটা পড়িত
খুড়োটি—ঘুমাইতে দেয় নাই মেসের
সবারে। দেখি, দেখি আর কে উত্‌রোল।

(দ্রুত বরুণের প্রবেশ। সব ছাত্রদের কাছে একে একে 'দেখি ভাই একটুখানি', কিন্তু কেউ সাড়া দিলোনা।)

বরুণ (হকারের প্রতি)—থাকগে, দাও দেখি একখানা।

হকার—পয়সা স্যার।

(ততক্ষণ বরুণ অ্যাঁ করে বসে পড়েছে। সবাই বিস্মিত ভাবে বরুণের দিকে তাকালো)

বরুণ (সহসা উঠে)—মমতা, মমতা, তোর লাগি করিলাম
ফেল। হায়রে পাষাণী, তবু তোর
না পাইনু মন।

(দ্রুত প্রস্থান)

জনৈক ছাত্র—ছোকরাটা পাগল হইল শেষে, উহুঃ,
কি দুর্দৈব—কি দুর্দৈব।

দ্বিতীয়—এতো জানা কথা ভাই। মমতা নিয়েছে
ফার্ষ্ট ক্লাশ—চলে গেছে জোড়া পায়ে
বুকে লাথি মেরে।

হকার—হগ্‌গলই তো বুঝলাম—আমারই দেকচি চাইরহ্যান
কড়ি ফাঁক গেল কর্তা। কিন্তু যাইব কই, আমিও
মরতের নোক, কায়দায় পাইলে 'বারকোষ' কইরা
ছাইড়া দিমু না।

(গান গাহিতে গাহিতে চন্দ্র, বাঞ্ছারাম প্রভৃতির প্রবেশ)

গান

এই ভুবনের পরীক্ষাতে কেউ পাশ করে—কেউ ফেল করে।
কার অধরে ফোটে হাসি—কার নয়নে জল ঝরে ॥
কেউ এখানে বইয়ের পোকা—কেউ না পড়ে মারে ধোঁকা,
কেউ যে আবার হায় গো বোকা, শাড়ীর পিছে ঘুরে মরে ॥

—যবনিকা পতন—